বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারার সংজ্ঞা ও অভিমত

বাগ্‌ধারা : বাগ্‌ধারা অর্থ বাচনরীতি বা কথার ধারা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ idiom. সাধারণত যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি কিংবা বাক্যাংশ শুধু আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বলে। বাক্যকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করাই এর কাজ। যেমন : অঘাটে জল খাওয়া – বাজে কাজ, ভুল কাজ বা অনুচিত কাজ করা।
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে প্রথম বাগ্‌ধারার সার্থক প্রয়োগ ঘটান।

কতিপয় বাগ্‌ধারার দৃষ্টান্ত

অ

অকর্মায়তন	গোঁড়ামিপূর্ণ ও প্রগতিহীন প্রতিষ্ঠান।
অজগর বৃত্তি	আলসেমি, কুঁড়েমি।
অক্ষরে অক্ষরে	সম্পূর্ণভাবে।
অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা।
অন্ন ধ্বংস করা	জমানো ধন নষ্ট করা।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	পরের অনুরোধে কষ্ট স্বীকার করা।
অথৈ জলে পড়া	মহাবিপদে পড়া।
অকটবিকট	ছটফটানি, আঁকুপাঁকু।
অকড়িয়া	টাকাপয়সা বেশি নেই এমন, ধনহীন।
অকটকে	নির্বিঘ্নে, নিরূপদ্রবে।
অকালবোধন	অসময়ে আবির্ভাব।
অকালের বাদলা	অসময়ে বিপদ, অপ্রত্যাশিত বাধা।
অকূল কাণ্ডারি	বিপদ থেকে যিনি রক্ষা করেন, উদ্ধারকারী।
অকূলপাথার	সীমাহীন বিপদ, মহাসংকট।
অকূলে কূল পাওয়া	চরম বিপদের মধ্যে আশার সন্ধান পাওয়া।
অকূলে ভাসা	ভীষণ সংকটে পড়ে দিশাহারা হওয়া।
অখাদ্যে অবদ্যে	জঘন্য, যাচ্ছেতাই, বাজে।
অগত্যা মধুসূদন	অনন্যোপায় হয়ে, বাধ্য হয়ে।
অগত্য যাত্রা	চিরকালের মতো যাওয়া, শেষ যাত্রা।
অগাকান্ড, অগাচণ্ডী	নিরেট বোকা (লোক)।
অগা মেরে যাওয়া	বোকা হয়ে যাওয়া, অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া।
অগ্নিবাণ	বাণের মতো তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক গ্রীষ্মের তাপ।
অগ্নিশর্মা	অত্যন্ত রেগে গেছে এমন, অতিক্রুদ্ধ।
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী	যে স্ত্রীলোক অঘটন বা অসাধ্য সাধনে পটু।
অঙ্কুশ-তাড়না	আঘাত, অন্তর্গত আঘাত।
অঞ্চলপ্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব।
অঞ্চলের নিধি	যে-সম্পদ আঁচলে ঢেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়।
অড়বড় সড়বড়	অর্থহীন ও দ্রুত উচ্চারিত কথা।
অদালে অব্রাহ্মণে	আজেবাজে কাজে, বাজে ব্যাপারে।
অধমে অধমে	মন্দের সঙ্গে মন্দে, খারাপের সঙ্গে খারাপে।
অনধিকার চর্চা	হস্তক্ষেপ করা।
অনধিকার প্রবেশ	বিনা অনুমতিতে প্রবেশ।
অনভ্যাসের ফোঁটা	অনভ্যস্ত সৌভাগ্য, নতুন সৌভাগ্য কিন্তু অনভ্যাসের জন্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায় না।
অনলে জল পড়া	ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, রাগ পড়ে যাওয়া।
অনুনয়-বিনয়	সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুরোধ-উপরোধ।
অন্ধগলি	কানা গলি, যে-গলি কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে।
অন্ধবেগ	প্রচণ্ড গতি, বেপরোয়া গতি।
অন্ধ হওয়া	কারো দোষ দেখতে না পাওয়া।
অন্ধের নড়ি, অন্ধের যষ্টি	একমাত্র অবলম্বন, অসহায়ের সহায়।
অন্ধকার দেখা	বিপদে দিশেহারা হওয়া।
অন্ধিবজ সম্মেলন	প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সমাবেশ।
অন্ধকারে ঢিল ছোড়া	পুরোপুরি আন্দাজে কাজ করা।
অন্ধিসন্ধি	ফাঁকফোকর, গোপন তথ্য, ভেতরের রহস্য।
অন্ধেরন্ধ্রে	প্রতিটি কোণে, মনের প্রতিটি কোণে।
অন্নজল ওঠা	আয়ু শেষ হওয়া, চাকরি শেষ হওয়া।
অন্নদাস	ভাত বা উদরান্নের জন্য যে দাসত্ব করে।
অন্নময় প্রাণ	যে প্রাণ অন্ন দিয়ে রক্ষা ও পুষ্ট হয়, স্থূল দেহ।
অন্ন (ভাত) মারা	চাকরি খাওয়া, জীবিকার উপায় বন্ধ করা।
অপাট করা	বিশৃঙ্খল করা, এলোমেলো করা।
অপোগণ্ড	নাবালক।
অবরেসবরে,অবুরেসবুরে	কখনো-সখনো, কালে-ভদ্রে, সময়ে-অসময়ে।
অভদ্রা লাগা	বাধা বা বিঘ্ন ঘটা, অকল্যাণ হওয়া।
অভিমন্যুর ব্যূহ	যেখানে ঢোকা সহজ কিন্তু বেরোনো কঠিন।
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু, যাকে কাদাচিৎ দেখা যায়।
অমুক তমুক	এটা-সেটা, এটা-ওটা।
অমৃতে অরুচি	ভালো জিনিসে অনিচ্ছা।
অম্বল চেখে বেড়ানো	ক্রমাগত জায়গা বা চাকরি বদল করা।
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন, বৃথা আবেদন।
অলক্ষুণে	অশুভসূচক, অমঙ্গলজনক, অপয়া।
অলক্ষ্মীর দশা	ভাগ্যহীনতা, দুর্দশা, দারিদ্র্য।
অলক্ষ্মীর দৃষ্টি	অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য।
অলছ-তলছ	উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন, উচ্ছল।
অলপ্পেয়ে	অল্পায়ু, বেশিদিন বাঁচে না এমন।
অলবড্ডে, অলবড্যে	অগোছালো, এলোমেলো স্বভাববিশিষ্ট।
অল্প জলের মাছ	অল্প পুঁজিবিশিষ্ট লোক।
অক্ষয় বট	প্রাচীন ব্যক্তি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ	বিপুল আয়োজন, রাজকীয় আয়োজন।
অষ্টম্বেয় পেয়াদা	কর্তব্য পালনে যে অতিরিক্ত কঠোরতা দেখায়।
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা, কিছুই-না।
অষ্টাবক্র	কুৎসিত গড়নবিশিষ্ট, বাঁকা শরীরবিশিষ্ট।
অসাধ্যসাধন	সুকঠিন কাজ সম্পাদন।
অসূর্যম্পশ্যা	বাড়ির বাইরে বেরোয় না এমন।
অস্তিনাস্তি	থাকা বা না-থাকা, অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব।
অস্ত্র ত্যাগ	শত্রুকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত না করার সিদ্ধান্ত।
অস্থিচর্মসার	অত্যন্ত কৃশ বা শীর্ণ।
অস্থির পঞ্চক বা পঞ্চম	বিমূঢ় ভাব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

আ

আইঢাই	ছটফট করা, শারীরিক অস্বস্তিকর ভাব।
আইবুড়ো পথ ভাঁড়ানো	যে পথে বর বিয়ে করতে যায় সেই পথে না ফেরা।
আইহাঁড়ি	বিবাহাদি শুভ কাজে ব্যবহৃত মাঙ্গলিক হাঁড়ি।
আউপাতালি, আউপাতালে	সহজেই যে কেঁদে আকুল হয়, কাঁদুনে।
আদায় কাঁচকলায়	ঘোর শত্রুতা।
আকাশ থেকে পড়া	না জানার ভান করা।
আক্কেল দাঁত	বুদ্ধির পরিপক্বতা।
আখাম্বা	বেখাপ্পা, বেমানান।
আঁখান করা	টুকরো টুকরো করা।

আগড়-বাগড়, অগড়ম-বগড়ম	অর্থহীন বা আবোল-তাবোল কথা।
আদার ব্যাপারি	সাধারণ লোক।
আহ্লাদি পুতুল	আদুরে অকর্মণ্য।
আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা।
আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে কিন্তু বখাটে ছেলে।
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা।
আনাড়ি	অপটু, অনভিজ্ঞ।
আলেয়ার আলো	দুর্লভ বস্তু।
আকাট মূর্খ	নিরেট বোকা।
আদা জল খেয়ে লাগা	উঠে পড়ে লাগা, প্রাণপণে চেষ্টা করা।
আগুন লাগা সংসার	ক্ষয়িষ্ণু সংসার।
আড়ি পাতা	আড়ালে লুকিয়ে শোনা।
আঁটি চোষা	সারবস্তু কিছুই না পাওয়া।
আমড়া করা	ক্ষতি করতে না পারা।
আঁতি পাঁতি	প্রতিটি জায়গায়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।
আড়াআড়ি	শত্রুতা।
আলাভোলা	সাদাসিধে।
আদুরে গোপাল	অতিরিক্ত আদর পায় এমন ছেলে।
আকাশ-পাতাল ব্যবধান	দুস্তর ব্যবধান।
আগুন নিয়ে খেলা	ভয়ঙ্কর বিপদ।
আপন কোলে ঝোল টানা	স্বার্থরক্ষা করা।
আওয়াই ওঠা	জনরব ওঠা, গুজব ওঠা।
আঁতুল ভাঙা	প্রসব করা।
আঁককাটা	আঁচড় দেওয়া।
আঁক ধরা	কোনো কিছুতে কালো দাগ পড়া।
আঁকড়া-আঁকড়ি	টানাটানি।
আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু	ব্যস্ততার ভাব, ছটফটানি।
আঁখিঠার	চোখের ইশারা।
আঁখি মোদা	চোখ বন্ধ করা, চোখ বোজা।
আঁচ করা	অনুমান করা, আন্দাজ করা, আভাস পাওয়া।
আঁচল ধরা	বশীভূত থাকা (বিশেষত স্ত্রীর অথবা মায়ের)।
আঁচে থাকা	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।
আঁজলপাঁজল করা	গা ঝাড়া দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া।
আঁটকুড়া	নিঃসন্তান।
আঁস্তাকুড়ের পাতা	নীচ বা হেয় ব্যক্তি, আবর্জনা।
আঁটুনি কষুনি সার	নিষ্কর্মার আড়ম্বর, কাজের কিছুই নয় কেবলই আড়ম্বর।
আঁটুবাঁটু	জড়োসড়ো, চলনে বাধা।
আঁতিপাঁতি	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, ভালোভাবে।
আঁতুআঁতু/আঁতুপুঁতু করা	অতিরিক্ত সাবধানতা দেখানো।
আঁতুড়ে খোকা	সদ্যোজাত ছেলে।
আঁদরু-পেঁদরু	সাহেবিয়ানার নকল করে এমন দেশীয় খ্রিস্টান।
আঁধার ঘরের মানিক	অত্যন্ত প্রিয়জন।
আঁধারে আলো	বিপদে উদ্ধারের আশা।
আককুটে	অমিতব্যয়ী, বেহিসাবি।
আকচকানো	থতমত খাওয়া, হকচকিয়ে যাওয়া।
আখজা-আখজি	ঝগড়াঝাঁটি, রাগারাগি, হিংসাহিংসি।
আকাল-কেঁড়ে	দীনহীন ভিখারি।
আকাল-মাকাল	প্রকাণ্ড, বিরাট আকারের।
আকাশ ধরা	বৃষ্টি বন্ধ হওয়া।
আকাশে থুতু ফেলা	নিজেরই ক্ষতি করা।
আকুতি-ব্যাকুতি	আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ।
আকুলি-বিকুলি	অত্যধিক আগ্রহ।
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি অবস্থা।
আক্কেল দাঁত ওঠা	বুদ্ধি পেকে ওঠা, বুদ্ধি পরিণত হওয়া।
আক্কেলমন্ত, আক্কেলমন্দ	বিজ্ঞ।
আখুটে	অত্যন্ত বায়না করে এমন, আবদেরে।

আগড়ম-বাগড়ম	অর্থহীন অসংলগ্ন কথা।
আগলদার	পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত লোক।
আগল ভাঙা	বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করা।
আগুনে ঘি ঢালা	উত্তেজনা সৃষ্টি করা।
আঙুল কামড়ানো	আফসোস করা।
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়োলোক হওয়া।
আচম্বিতের ব্রত	হঠাৎ ব্রত উদ্‌যাপন।
আচাভুয়ার বোম্বাচাক	অদ্ভুত বিষয়, অসম্ভব ব্যাপার।
আচার-বিচার	সদ্‌বিবেচনা, নিয়মশৃঙ্খলা।
আচাল-কুচাল	চালচলন, খারাপ ব্যবহার।
আজোড়-জোড়ন	অসম্ভবকে সম্ভব করা, অঘটন ঘটানো।
আঞ্জাআঞ্জি	কোলাকুলি, জাপটাজাপটি।
আঞ্জাম হওয়া	সুসম্পন্ন হওয়া, নির্বিঘ্নে পালিত হওয়া।
আটঘাট বাঁধা	সবদিক থেকে আত্মরক্ষা।
আটকে বাঁধা	অর্থ দিয়ে সুবিধা আদায় করা।
আটখানার পাঁখানা	নানারকম জিনিসের মধ্যে একটি বা প্রথমটি।
আটপহর, আটপর, আটপ্রহর	অষ্টপ্রহর, সারা দিনরাত।
আটপিঠে, আটপিটে	চৌকস, সবদিকে পটু।
আটাশে ছেলে	দুর্বল ও অক্ষম।
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা।
আঠারো আনা	বাড়াবাড়ি।
আঠারো ঘা	নানান ফ্যাসাদ বা ঝামেলা।
আঠারো পর্ব মহাভারত	দীর্ঘ কাহিনি।
আড়ংঘাটা	নৌকোঘাট, খেয়াঘাট।
আড়ংধোলাই	কোরা কাপড়ের রং ও মাড় তুলে কেচে সাদা করা।
আড়কালা	এক কানে কালা।
আড়বাড়	সমস্ত জায়গায়, এদিক-ওদিক।
আড় বুঝ, আড়বুঝো	একগুঁয়ে।
আড্ডা গাড়া	কোনো জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাসা বাঁধা।
আতান্তরে পড়া	বিপদে পড়া, অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়া।
আতারি কাতারি	যন্ত্রণা, ছটফটে ভাব, কাতরানি।
আথিবিথি	ব্যস্ত হয়ে, তাড়াহুড়ো করে।
আথালি পাথালি	এদিকে ওদিকে, ব্যাকুল হয়ে।
আদমের কাল	সুদূর অতীতকাল, সুপ্রাচীন কাল।
আদাড় পাদাড়	বাড়ির পেছনে জঞ্জাল ফেলার জায়গা।
আদাড়ের হাঁড়ি	অনাদৃত লোক, সামান্য লোক, বাজে লোক।
আদালত করা	মামলা করা, কেস করা।
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি।
আদুড়চুলি	ঘোমটা খোলা।
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো	খুব বয়স্ক লোক, অভিজ্ঞ ও বুড়ো লোক।
আধধেড়ে	আধাবয়সী, আধাবুড়ো।
আধহারা	খুব কৃশ বা রোগাটে।
আনকোরা	একেবারে নতুন, এখনো ব্যবহৃত হয়নি এমন।
আনপুড়ি	গাত্রদাহ, হিংসা।
আনাই-ধানাই	আবোল-তাবোল, আগড়ম-বাগড়ম।
আণ্ডাবাচ্চা, আণ্ডাবাচ্ছা	গর্ভের সন্তান এবং কোলের সন্তান।
আপকেওয়াস্তে	হুকুম তামিল করাই যার কাজ এমন, চাটুকার।
আপখোরাকি	কেবল বেতনই পাওয়া যায় এমন।
আপন কথাই পাঁচকাহন	কেবল নিজের প্রসঙ্গ বা প্রশংসা।
আপন খাওয়া	আত্মহত্যা করা, নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনা।
আপুসে দেওয়া	মেরে শেষ করে দেওয়া, প্রচণ্ড মারধর করা।
আবজি-গাবজি	আবর্জনা, নোংরা, ময়লা জিনিস।
আবড়-তাবড়	আবোলতাবোল, অর্থহীন কথা।
আবাগির ব্যাটা	অভাগীর ছেলে, হতভাগিনীর ছেলে।
আবাথাবা	কোনোরকমে করা হয় এমন, যেমন-তেমন।
আমগন্ধি	কাঁচাগন্ধযুক্ত।

CS CamScanner

আমহাঁড়ি	কাঁচা মাটির হাঁড়ি।
আমি আমি করা	আত্মপ্রশংসা করা।
আয়োসুয়ো	এয়ো অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের দল।
আলগা মুখ	অসংযত, অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস।
আলগোছ	অসংলগ্ন, অন্য সব কিছু থেকে আলাদা।
আলপটকা	আকস্মিকভাবে, আচমকা, হঠাৎ।
আলসে-কুঁড়ে	খুব অলস।
আলাদিনের প্রদীপ	অত্যাশ্চর্য জিনিস।
আলায়-বালায়	যেখানে-সেখানে, অস্থানে-কুস্থানে।
আলুর দোষ	মেয়েদের প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা, চরিত্রের দোষ।
আলুবাজ	মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করা যার স্বভাব।
আষাঢ়ান্ত বেলা	দীর্ঘস্থায়ী বেলা, যে-বেলা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প।
আসতে-যেতে গলা কাটা	সবদিক থেকে ঠকানো।
আসনপিঁড়ি	'বাবু' হয়ে বসা।
আসরে নামা	আবির্ভূত হওয়া, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া।
আহ্লাদে ফুটকড়াই	হেসে কুটিকুটি।

ই

ইঁচড়ে (এঁচড়ে) পাকা	অকালপক্ব, অল্প বয়সেই পেকে গেছে এমন।
ইঁদুরের কলে পড়া	লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া।
ইকড়ি-মিকড়ি	ছোটোদের খেলাবিশেষ।
ইটিসিটি	এ-জিনিস সে-জিনিস।
ইতরবিশেষ	সামান্য পার্থক্য, অল্প-স্বল্প তফাত।
ইতিকথা	কাহিনি।
ইতুনিদকুঁড়ে	অলস, দীর্ঘসূত্রী।
ইন্দ্রপতন	বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।
ইন্দ্রের শচী	যিনি যখন যাঁর কাছে থাকেন তখন তাঁরই।
ইয়ত্তা না থাকা	সীমা না থাকা।
ইয়ারবকশি	বন্ধুবান্ধব।
ইয়ারের টেক্কা	বয়স্য বা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রধান।
ইলশেগুঁড়ি	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
ইল্লুতে (ইল্লুতে) কাণ্ড	নোংরা ব্যাপার, নোংরা কাণ্ড।
ইষ্টনাম জপা (জপ করা)	ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করা।
ইসক্রুপের প্যাঁচ	কুটিল বুদ্ধি, মনের কুটিলতা ও বক্রতা।
ইস্তফা দেওয়া	পদত্যাগ করা, শেষ করা।

উ

উঁচকপালি	কুশ্রী / মন্দভাগ্যবিশিষ্টা নারী।।
উঁচকপালে	ভাগ্যবান পুরুষ।
উড়ো কথা	গুজব।
উভয় সংকট	দুদিকে বিপদ।
উঠে পড়ে লাগা	প্রাণপণে চেষ্টা করা।
উচ্ছের ঝাড়	খারাপ বংশ।
উনিশ-বিশ	সামান্য পার্থক্য।
উঁচিয়ে ওঠা	অবস্থাপন্ন হওয়া, শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হওয়া।
উঁজল-পাঁজল	উথালপাথাল, ওলটপালট।
উকর-ধাকর	এলোপাথাড়ি।
উকোচাকা	খোঁজখবর, সন্ধান।
উজান বাওয়া	উলটো দিকে যাওয়া।
উজানভাটি	স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূল দিক।
উজানি বেলা	পূর্বাহ্ণ, সকালবেলা।
উজিয়ে যাওয়া	স্রোতের বা গতির বিপরীত দিকে যাওয়া।
উঠতে বসতে	যখন-তখন।
উঠতি-মুখ	উন্নতির সূচনা।
উঠোন চষা	অপমান ও অপদস্থ করা, পীড়ন বা অত্যাচার করা।

উড়কুড় ওঠা	নিশ্চিহ্ন হওয়া।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে	অপব্যয়ী।
উড়নপেকে	অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী।
উড়ু উড়ু করা	অস্থির ভাব।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অপ্রত্যাশিতভাবে এসেই জেঁকে বসা।
উড়ো খই	খরচ হয়ে যাওয়া বা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া জিনিস।
উতরে যাওয়া	অতিক্রম করা, কার্যোদ্ধার করা, নিস্তার পাওয়া।
উত্তম-মধ্যম	মারধর, পিটুনি, প্রহার।
উদোগেঁড়ে	অকর্মণ্য, আলসে, নির্বোধ।
উদোমাদা	অতি সরল ও বোকাসোকা, বোধবুদ্ধিহীন।
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে	একজনের দোষ আর একজনের কাঁধে চাপানো।
উদ্দেশ পাওয়া	সন্ধান পাওয়া।
উপচা-উপচি	ভরপুর, ছাপিয়ে গেছে এমন।
উপরওয়ালা	উপরে স্থিত, উচ্চপদস্থ।
উপর-টান	মৃত্যুর পূর্বলক্ষণস্বরূপ শ্বাস ওঠা।
উপর-নিচ করা	ক্রমাগত ওঠা-নামা করা।
উপর-পড়া	অনধিকার-চর্চা করে এমন।
উপরোধ-অনুরোধ	অনুনয়-বিনয়, বারবার অনুরোধ।
উপরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধ এড়াতে না পেরে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজে হাত দেওয়া।
উপায় করা	আয় করা, বিহিত করা, ব্যবস্থা করা, পথ বার করা।
উপুড়হস্ত করা	দান করা।
উপোসি ছারপোকা	অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোক।
উবরানো, উবরে যাওয়া	বাড়তি হওয়া, উদ্বৃত্ত হওয়া।
উলে যাওয়া	নেমে যাওয়া, হালকা হওয়া।
উসিপিসি করা	ছটফট করা, অস্থির হওয়া।
উস্তন-ফুস্তন করা	জ্বালাতন করা, অতিষ্ঠ করে তোলা।
উনপঞ্চাশে পাওয়া	পাগল হওয়া, ভীমরতি ধরা।
উনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ, কিছুই বাদ যায় না এমন।
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে	অপদার্থ।

ঊ

ঊঢ়ি	পরিণয়, বিবাহ।
ঊর্ধ্বশ্বাস	দ্রুতগমন করা।

এ

এক কথা	যে কথার নড়চড় হয় না, অনড় কথা।
এক কাজের কাজি	এক পেশায় নিযুক্ত লোক।
একাট্টা	একজোট, দলবদ্ধ।
এক কাঠি সরেস	আরো খারাপ, এক ধাপ খারাপ।
এক কাপড়ে	তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে, বিন্দুমাত্র দেরি না করে।
এককে একুশ করা	সামান্য বা তুচ্ছ জিনিসকে অযথা বাড়ানো।
এক ডাকের পথ	কাছাকাছি।
এক গোয়ালের গরু	এক শ্রেণিভুক্ত।
এক কথার মানুষ	দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তি।
এক যাত্রায় পৃথক ফল	একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি।
এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।
এক করতে আর এক	এলোমেলো করা।
এক ক্ষুরে মাথা মুড়োনো	সমান অপরাধে অপরাধী হওয়া/ একই দলভুক্ত
এক গেলাসের ইয়ার	অন্তরঙ্গ বন্ধু।
এক ছাঁচে ঢালা	একই রকম, হুবহু, একরকম।
এক পা জলে এক পা স্থলে	অনিশ্চিত অবস্থা।
একপেশে/ এক চোখা	পক্ষপাতদুষ্ট।
একবগ্গা	একগুঁয়ে, একরোখা।
একরত্তি	খুব ছোটো।
এক লহমায়	এক মুহূর্তে, এক পলকে।
একহাত নেওয়া	রাগ দেখানো, জব্দ করা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

একহারা	ছিপছিপে।
একভিতে (আঞ্চ.)	একদিকে, একপাশে, একান্তে।
একলাসেঁড়ে	একা থাকতে ভালোবাসে এমন, অসামাজিক।
একা ঘরের গিন্নি	সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব।
একাই এক-শো	অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য।
একানড়ে	একপেয়ে বা খোঁড়া ভূতবিশেষ।
একূল-ওকূল দু-কূল যাওয়া	আশ্রয় বা সম্বল হারানো।
এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খল।
এলাহি কাণ্ড	বিরাট ব্যাপার।
এগুলে রাম পেছুলে রাবণ	উভয় সংকট।
এণ্ডাবাচ্চা, এণ্ডিগেণ্ডি	ছেলেমেয়ে বা সন্তানের দল।
এলাকাঁড়ি দেওয়া	মনোযোগ না দেওয়া।
এলে দেওয়া	আলগা বা শিথিল করা, আশা-ভরসা ত্যাগ করা।
এলেবেলে	বাজে, নিকৃষ্ট।
এসপার-ওসপার	মীমাংসা।
এঁড়ে তর্ক	যুক্তিহীন তর্ক।

ও

ওলা-ওঠা প্রতি ঘরে	মহামারী।
ওজন বুঝে চলা	মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা।
ওঝার ঘাড়ে ভূত	বিপদ যে দূর করবে তারই বিপদ।
ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে	ভাবনা চিন্তার সময় বা অবকাশ না দেওয়া।
ওড়ন-পাড়ন	পেতে শোবার ও গায়ে দেবার চাদরজাতীয় বস্ত্র।
ওত-আত	ঘাঁতঘোঁত, অন্ধিসন্ধি।
ওত করা (পাতা)	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।
ওতেঘাতে চলা	ঘাঁতঘোঁত বুঝে সাবধানে চলা।
ওম দেওয়া, উম দেওয়া	তাপ দেওয়া।
ওর-ঘোর, ওর-পার	সীমা, শেষ, একশেষ।
ওলা-ওঠা	কলেরা রোগ, পাতলা পায়খানা ও বমি।
ওষুধ পড়া	ব্যবস্থা নেওয়া।
ওষুধ ধরা	কাঙ্ক্ষিত ফললাভ।

ক

কলকে পাওয়া	পাত্তা পাওয়া।
কড়ি কপালে	ভাগ্যবান।
কড়িকাঠ গোনা	নিষ্কর্মা বসে থাকা।
কপাল ঠুকে লাগা	প্রত্যয় নিয়ে কাজ করা।
করে খাওয়া	জীবিকার উপায় বের করা।
কলা খাও	ব্যর্থ হও, ফাঁকিতে পড়ো।
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কলির কেষ্ট	লম্পট ব্যক্তি, নষ্ট চরিত্রের লোক।
কলির সন্ধ্যা	কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র।
কস্তাকস্তি, কোস্তাকুস্তি	ধস্তাধস্তি, কষাকষি।
কস্তাপেড়ে	লাল রঙের পাড়ওয়ালা।
কলা করা	কিছুই করতে না পারা।
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ।
কড়ায় গণ্ডায়	সম্পূর্ণ, পুরোপুরি।
কথায় চিঁড়ে ভেজা	ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন।
কচুকাটা করা	নির্মমভাবে ধ্বংস করা।
কথা বেচে খাওয়া	কথায় ভোলানো।
কপালের লিখন	অলঙ্ঘনীয়।
কথায় কথায়	প্রসঙ্গক্রমে।
কম্বলের লোম বাছা	অকেজো করা।
কচলা-কচলি	দর কষাকষি।
কথার ফুলঝুরি	বাকপটুতা।
কচ্ছপের কামড়	যা সহজে ছাড়ে না।
কথার নড়চড়	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।
কটু কাটব্য	তিরস্কার।
কংসমামার আদর	নকল আদর, ভালোবাসার ভান করে ক্ষতি করা।
কচকচি, কচকচানি	তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ।
কচাল পাড়া	অযথা বাকবিতণ্ডা।
কচুপোড়া	কিছুই না, ঘোড়ার ডিম, অখাদ্য।
কঞ্জুসের ভাত্তাখোর	অত্যন্ত কৃপণ লোক।
কড়কে দেওয়া	শায়েস্তা করা।
কড়া-ক্রান্তি হিসাব	খুব সূক্ষ্ম হিসাব।
কড়ায় ভিখারি	অতি দরিদ্র (লোক)।
কড়ে রাঁড়ি	বাল্যবিধবা।
কণ্ঠা বার (বের)	দুর্বল ও কৃশ হওয়া।
কণ্ঠি ছেঁড়া	বৈষ্ণব থেকে সমাজচ্যুত হওয়া।
কণ্ঠি-ধারণ	বৈষ্ণব হওয়া।
কতধানে কত চাল	প্রকৃত ব্যাপার, আসল ব্যাপার।
কথা দেওয়া	প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
কথা না থাকা	নীরব থাকা।
কথা পাড়া	কথা বা প্রস্তাব উত্থাপন করা।
কথা রাখা	প্রতিশ্রুতি পালন করা, অনুরোধ রাখা।
কথায় চিঁড়ে ভেজে না	শুধু মধুর বাক্যে বা অনুরোধ-উপরোধে কাজ হয় না।
কথার ওড়ন-পাড়ন	বাগাড়ম্বর।
কথার কথা	অসার কথা, গুরুত্বহীন কথা।
কপচানো	না বুঝে মুখস্থ-করা, বুলি আওড়ানো।
কপালগুণে গোপাল মেলে	দুর্ভাগ্যবশত অপদার্থ সন্তান হওয়া।
কপাল ফাটা	ভাগ্যহীন হওয়া, দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হওয়া।
কপোত-কপোতী	প্রেমিক-প্রেমিকা।
কপোতবৃত্তি	দিন আনে দিন খায় এমন পরিস্থিতি।
কপোল-কল্পনা	মনগড়া কথা, অবাস্তব কল্পনা।
কপোল-কল্পিত	মনগড়া।
কমলি ছাড়ে না	নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া।
কম্বল-সম্বল	অতি দরিদ্র অবস্থা।
করিতকর্মা	কাজে পটু, সব কাজে পটু, চৌকস।
কর্তাভজা	মোসাহেব, তোষামোদকারী।
কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম	প্রভুর নির্দেশে কাজ।
কর্ম কেয়াল হওয়া	কাজ হাসিল করা।
কর্মনাশা	সব কিছু পণ্ড করে এমন।
কল টিপে দেওয়া	আড়াল থেকে নির্দেশ বা প্ররোচনা দেওয়া।
কল পাতা	ফাঁদ পাতা।
কলের পুতুল	অন্যের অধীনে চলা।
কলকে না পাওয়া	সুবিধা না পাওয়া, সম্মান না পাওয়া।
কলমের খোঁচা	অনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ।
কলকাঠি নাড়া	গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া।
কলমির ঝাড়	বংশে বহু লোক।
কলম পেষা	কেরানিগিরি।
কথার ধার	বাক্যের তীক্ষ্ণতা।
ক-অক্ষর গোমাংস	সম্পূর্ণ মূর্খ।
কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন।
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ।
কানে তোলা	শোনানো।
কাষ্ঠ হাসি	কপট হাসি।
কাকস্নান	অসম্পূর্ণ গোসল।
কানা মেঘ	যাতে বৃষ্টি হয় না।
কাঁটায় কাঁটায়	ঠিক সময়ে।
কাকতালীয়	আকস্মিক যোগাযোগজাত ঘটনা।
কাঞ্চন মূল্য	অতি উচ্চমূল্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কংসে রাজার বদ ফরমাশ	অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ।
কানখাড়া করা	শোনার আগ্রহ/সতর্ক হওয়া।
কানপাতলা	সহজে বিশ্বাসপ্রবণ।
কান ভাঙানো	কুপরামর্শ দান।
কানাকড়ি	মূল্যহীন, এক পয়সাও না।
কাঠখড় পোড়ানো	অনেক কিছুর আয়োজন।
কাকের রাখা	কোথায় রেখেছে নিজে না জানা।
কান খড়কে	যার কান খুব সজাগ।
কই মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না।
কায়দা হওয়া	বশে আসা।
কাটনার কড়ি	উপার্জন সামান্য।
কাবুতে পাওয়া	বাগে পাওয়া।
কালো বাজারি	চোরা ব্যবসায়।
কাঁকে করা (নেওয়া)	কোলে নেওয়া।
কাঁচকলা	কিছুই নয়।
কাঁচকলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কাঁচা আলে পা না দেওয়া	স্বেচ্ছায় কারো কোনো ক্ষতি না করা।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	এক শত্রুর সাহায্যে আর এক শত্রুকে জব্দ করা।
কাঁটা দেওয়া	বাধা দেওয়া।
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অমূলক বা অসম্ভব জিনিস, অলীক বস্তু।
কাঁড়াদাস	আকাট বোকা অথচ গোঁয়ার লোক।
কাঁদুনি গাওয়া	সকাতরে অনুযোগ বা দুঃখের কথা বলা।
কাক কাকুড় জ্ঞান না থাকা	বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তফাত বুঝতে না পারা।
কাক-জ্যোৎস্না	অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না।
কাকনিদ্রা, কাকতন্দ্রা	অগভীর সতর্ক ঘুম, কপট ঘুম।
কাকের মুখে খবর পাওয়া	জনরব।
কাক পক্ষীর টের না পাওয়া	গোপনে কাজ শেষ করা।
কাকভোর	অতি প্রত্যুষ।
কাকের ছা বকের ছা	অত্যন্ত কুৎসিত হাতের লেখা।
কাগাবগা	ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, অপরিচ্ছন্নভাবে।
কাগজে-কলমে	লিখিতভাবে।
কাগুজে বাঘ	মিথ্যা জুজু।
কাঙালি-বিদায়	গরিব মানুষ ও ভিখারিদের অন্ন ও অর্থ দেওয়া।
কাঁচা হাত	অপটু।
কাছা-আলগা	অসাবধান, ঢিলেঢালা স্বভাবের।
কাছা-খোলা	অসাবধান, এলোমেলো স্বভাবের।
কাছা-ধরা	তোষামোদকারী।
কাছারি করা	নিয়মিত আদালতে হাজির হওয়া।
কাজ সাবাড় হওয়া	কাজ শেষ বা সম্পন্ন হওয়া।
কাজে কাজেই	সুতরাং।
কাজে ডাঁটো	কাজে পটু।
কাজে ভদ্রা লাগা	কাজে বাধা পড়া।
কাজের কাজি	যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা কর্মী।
কাজের থৈ না থাকা	কাজের সীমা না থাকা।
কাজ-পাগল	কাজ নিয়েই থাকতে ভালোবাসে এমন।
কাজির বিচার	যুক্তিহীন, একপেশে বিচার।
কাটখোট্টা	রসকষহীন, নীরস, নির্দয়।
কাট-গোঁয়ার	অত্যন্ত একগুঁয়ে বা গোঁয়ার।
কাটমোল্লা	ধর্মান্ধ মুসলমান, ধর্মান্ধ ব্যক্তি।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে	এক কষ্টের উপর অন্য কষ্ট।
কাণ্ডজ্ঞান	ভালোমন্দ বোধ।
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা	বিপন্ন সম্মান কোনো প্রকারে রক্ষা করা।
কাঠখোলা	শুধু খোলা।
কাঠের পুতুল	জড়পদার্থ।

কান ফুসকি	গোপনে বা চুপি চুপি কানে কুবুদ্ধি দেওয়া।
কান ভাঙানি	গোপন কুমন্ত্রণা।
কান ভারী করা	কারো বিরুদ্ধে কথা বলে অসন্তোষ উৎপাদন করা।
কানে মধু ঢালা	গান, স্বর ইত্যাদি খুব শ্রুতিমধুর মনে হওয়া।
কানে মন্ত্র দেওয়া	গোপনে মন্ত্রণা বা পরামর্শ দেওয়া।
কানাকলসির জল	যে-জিনিস খুব অল্পকাল স্থায়ী হয়।
কানা খোঁড়ার একগুণ বাড়া	নির্গুণ লোকের অহংকার বা দোষ বেশি।
কানা গরুর ভিন্ন পথ	অযোগ্য অপদার্থ লোকের সুপথ ছেড়ে কুপথে যাওয়া।
কানার মধ্যে ঝাপসা	মন্দের ভালো।
কানাচি পাতা	আড়ি পাতা, শোনার জন্য কান পাতা।
কানি খাওয়া	একপাশে হেলে থাকা, পক্ষপাতিত্ব।
কানু ছাড়া গীত নাই	যাকে ছাড়া কোনো কাজ হয় না।
কাগুেন ভাসানো	সর্বনাশ করা।
কাপ্তান বাবু	অন্তঃসারশূন্য বা নির্জীব মানুষ।
কথার কাপ্তেন	অন্য যোগ্যতা না থাকলেও কথা বলায় ওস্তাদ।
কলমি কাপ্তেন	দরিদ্র কিন্তু বিলাসি।
কাম জারি করা	কাজের তত্ত্বাবধান করা বা পরিচালনা করা।
কামাল করা	বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া।
কার্তিকে ঝড়	অসময়ের ঝড়।
কালঘাম ছোটা	অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্রাণান্ত উপক্রম হওয়া।
কালঘুম	চিরনিদ্রা।
কালপ্যাঁচা	অশুভসূচক ডাক।
কালরাত্রি	অশুভ রাত, যে-রাতে মৃত্যু বা ঘোর বিপদ ঘটে।
কালনেমির লঙ্কাভাগ	ফললাভের আগেই ফলভোগের কল্পনা।
কালাপাতি করা	নৌকোর তলায় ফুটো বন্ধ করা।
কালাপানি	দ্বীপান্তর দণ্ড বা নির্বাসন।
কালাপাহাড়	বিরাটকায় ও ভয়ংকর প্রকৃতির লোক।
কাশীপ্রাপ্তি, কাশীলাভ	মৃত্যু এবং স্বর্গলাভ।
কাষ্ঠ লৌকিকতা	লোক দেখানো ভদ্রতা।
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো	অস্বাভাবিক উপায়ে কাউকে দমন বা শাসন করা।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	হই হই ব্যাপার, তুমুল হট্টগোল।
কিস্তিমাত করা	পূর্ণ সফলতা লাভ।
কিন্তু কিন্তু করা	আমতা আমতা করা।
কিপটের জাসু	অত্যন্ত কৃপণ।
কিম্ভূতকিমাকার	অদ্ভুত ও কুৎসিত।
কীচক বধ করা	নৃশংসভাবে হত্যা করা।
কুপোকাত	পরাজিত।
কুলে কালি দেওয়া	বংশে কলঙ্ক লেপন করা।
কুঁচো বাসন	ছোটখাটো থালাবাটি।
কুঁজড়োপনা	ঝগড়াটে স্বভাব।
কুল কাঠের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট। তীব্র জ্বালা।
কুইনিন গেলা	অনিচ্ছায় কোনো কাজ করা।
কুঁড়ের বাদশা	অত্যন্ত অলস লোক।
কুঁদুলেপনা	ঝগড়াটে স্বভাব।
কুকুরে ঘুম	খুব পাতলা ও সতর্ক ঘুম।
কুকুরের লেজ সোজা করা	অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা।
কুনকি হাতি	যে-কৌশলে অন্যকে বশে রাখে।
কুনো পণ্ডিত	কেবল পুথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত, কিন্তু বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।
কুবেরের ভাণ্ডার	অফুরন্ত ভাণ্ডার, অফুরন্ত ঐশ্বর্য।
কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর	অপদার্থ ও অকর্মণ্য লোক।
কুমিরের সন্নিপাত	অসম্ভব বা অবাস্তব ব্যাপার।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা	গভীর ঘুম, যে-ঘুম সহজে ভাঙে না।
কুম্ভীরাশ্রু	লোকদেখানো কান্না, কপট অশ্রু।
কুয়োর ব্যাঙ	সংকীর্ণমনা লোক।
কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড	প্রলয়ংকর ব্যাপার, প্রচণ্ড যুদ্ধ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

কুলোপানা চক্কর	সারহীন আড়ম্বর। অসমর্থ ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন।
কুলো বাজানো	কাউকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া।
কেস কেরোসিন	ব্যাপার গুরুতর।
কেল্লাফতে	জয়লাভ।
কোমর বাঁধা	দৃঢ় সংকল্প।
কেঁচে যাওয়া	পণ্ড হয়ে যাওয়া।
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি।
কেঁচে গণ্ডুষ করা	পুনরায় আরম্ভ করা।
কেঁচো খুঁড়তে সাপ	সামান্য ঘটনার গুরুতর আকার ধারণ করা।
কেঁয়ে করা	খেলায় বা বাজিতে জেতার জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করা।
কেন্নোর আড়ি	একরোখা ভাব, একগুঁয়েমি।
কেবল রাম	বোকা ও হাঁদা লোক।
কেলাই কেষ্ট	নির্বোধ ও ক্যাবলা ধরনের লোক।
কেলে কার্তিক	অতি কালো ও কুৎসিত লোক।
কেষ্টবিষ্টু	গণ্যমান্য লোক, হোমরা চোমরা লোক।
কোঁয়াজ্বর, কোয়া জ্বর	অণ্ডকোষের স্ফীতিজনিত জ্বর, গোদের জন্য জ্বর।
কোঁচা দুলিয়ে বেড়ানো	বাবুগিরি করা।
কোণঠাসা করা	বেকায়দায় ফেলা।

খ

খয়ের খাঁ	চাটুকার, মোসাহেব।
খণ্ডকপাল	হতভাগ্য।
খণ্ডপ্রলয়	তুমুলকাণ্ড।
খগা-বগা	বিশ্রী, নিয়মশৃঙ্খলাহীন।
খতিয়ান করা	জমা-খরচের হিসাব তৈরি করা।
খরসানি	ঘোড়া বা ওই জাতীয় পশুর খুরের খটখট শব্দ।
খাটো করা	মর্যাদা না দেওয়া।
খড়ের আগুন	উগ্র প্রকৃতি, কোপন স্বভাব।
খড়মপেয়ে	অলক্ষুণে।
খাঁদা নাকে তিলক	অশোভন সাজসজ্জা।
খাতির জমা	নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে।
খাবি খাওয়া	ছটফট করা।
খাকসি পেটা	গরমে বা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা।
খিচুড়ি পাকানো	জটিল করা।
খুঁটে খাওয়া	স্বাবলম্বী হওয়া।
খুড়িয়ে বড় হওয়া	গায়ের জোরে বড় হওয়া।
খুদে রাক্ষস	প্রচুর খেতে পারে এমন।
খুনসুটি/খুনসুড়ি	ছোটোখাটো ঝগড়া, কপট ঝগড়া।
খুব করে বলা	সনির্বন্ধ অনুরোধ করা।
খুরে খুরে দণ্ডবৎ	পরাজয় স্বীকার করা, বিশেষ অনুরোধ করা।
খুসুর ফুসুর	ফিস ফিস করে কানে কানে কথা।
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা।
খেউড় গাওয়া	গালাগালি দেওয়া, অশ্লীল গালাগালি দেওয়া।
খেয়ালি পোলাও পাকানো	অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা করা।
খেরো খাতা	হিসাবের খাতা, বাজে হিসাবের খাতা।
খোঁয়াড়ি ভাঙা	নেশাখোরের নেশা ছুটে গেলে আবার অল্প মাত্রায় নেশা করা।
খোদার উপর খোদকারি	যোগ্য লোকের কাজে অনাবশ্যক ও অসংগত হস্তক্ষেপ।
খোদার খাসি	চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
খোল নলচে বদলানো	আমূল পরিবর্তন করা, পুরোপুরি পালটে ফেলা।
খোশ খবরের ঝুটাও ভালো	ভালো খবর ভিত্তিহীন বা মিথ্যে হলেও শুনতে ভালো।
খোসা পুরু	লজ্জা শরমহীন।
খ্যানখ্যান করা	বিরক্তিকরভাবে ক্রমাগত অভিযোগ জানানো।
খ্যাংরাকাঠি	বিশ্রীরকম রোগা, রোগাটে।

গ

গলায় পা দেওয়া	পীড়ন করা।
গরু খোঁজা	তন্ন তন্ন করে খোঁজা।
গলায় দড়ি	আত্মহত্যা।
গজপতি বিদ্যাদিগ গজ	পণ্ডিত মূর্খ।
গজেন্দ্র গমন	মৃদু মন্থর গতি।
গলায় গলায়	অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
গলাবাজি	অসার ও নিষ্ফল বক্তৃতা।
গভীর জলের মাছ	খুব চালাক।
গর্দভ রাগিনী	কর্কশ সুর।
গড়িমসি করা	দীর্ঘসূত্রিতা।
গঁদের গঁদ	অতি দূর-সম্পর্কিত ব্যক্তি।
গঙ্গা পাওয়া	মারা যাওয়া, মৃত্যু হওয়া।
গঙ্গা-বাগে পা	অন্তিম দশা, শেষ অবস্থা, মরণদশা।
গজ-কচ্ছপের লড়াই	তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুই জোয়ান লোকের ধস্তাধস্তি।
গড্ডলিকা-প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ।
গড়গড় করে	সহজে, অবলীলাক্রমে।
গণ্ডগ্রাম	অজ পাড়াগাঁ, দূরবর্তী ও অনুন্নত গ্রাম।
গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া	ফাঁকি দেওয়া।
গণ্ডুষ জল দেওয়া	পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল দেওয়া।
গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র, গবারাম	স্থূলবুদ্ধি লোক।
গভীর গাড্ডা	গভীর সমস্যা, গভীর সংকট।
গয়ংগচ্ছ	ঢিলেমি, কুঁড়েমি, যাচ্ছি-যাব এমন ভাব।
গয়নার নৌকো	মালবাহী ধীরগতিসম্পন্ন নৌকো, যাত্রী নৌকো।
গরজ বড়ো বালাই	প্রয়োজনের দাবি সবার আগে মেটাতে হয়।
গরজে গঙ্গাস্নান	দায়ে পড়ে পুণ্য কর্ম করা।
গরিবের ঘোড়া রোগ	দরিদ্রের বড় মানুষের চাল।
গলগ্রহ	পরের দায় বা বোঝা।
গলবস্ত্র হওয়া	অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করা।
গা তোলা	ওঠা, গাত্রোত্থান করা।
গায়ে কাঁটা দেওয়া	রোমাঞ্চ হওয়া।
গাছ থেকে পড়া	বিনা আয়াসে পাওয়া।
গা ঢাকা	আত্মগোপন।
গায়ে আঁচ না লাগা	কোনো ক্ষতি না হওয়া।
গায়ে পড়া	অযাচিত, অনর্থক।
গায়ে জ্বর আসা	বিপদ দেখা।
গা জুড়ানো	শান্তি পাওয়া।
গায়ে ফোস্কা পড়া	অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হওয়া।
গায়ে গায়ে শোধ	দেনা পরিশোধ।
গায়ে হাত তোলা	প্রহার করা।
গায়ের ঝাল ঝাড়া	ক্ষোভ মেটানো।
গাঁজায় দম দেওয়া	গাঁজাখোরের মতো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলা।
গাঁতা দেওয়া	একে অপরের চাষের কাজে সাহায্য করা।
গাছকোমর বাঁধা	কোমরে কাপড় জড়ানো।
গাড্ডা মারা	পরীক্ষায় ফেল হওয়া; ব্যর্থ হওয়া।
গাদন দেওয়া	মার দেওয়া, প্রহার দেওয়া।
গাবানো, গাবিয়ে বেড়ানো	সগর্বে ঘোষণা করা, গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ানো।
গাল ফোলা গোবিন্দর মা	গাল-গলা দৃষ্টিকটুভাবে ফোলা স্ত্রীলোক।
গালপাট্টা	গালের দুই দিকে প্রসারিত দাড়ি।
গুড়ুক ফোঁকা	বিনা কাজে বা আলসেমি করে সময় কাটানো।
গুরুচণ্ডালী	দুই ধরনের ভাষারীতির শব্দের অনভিপ্রেত মিশ্রণ।
গুরু-মারা বিদ্যা	গুরুর কাছে শেখা বিদ্যা দিয়ে গুরুকেই পরাজিত করা।
গুলতানি করা (মারা)	বাজে আড্ডা দেওয়া, অনর্থক জটলা করা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গুলতাপ্পি (কথ্য)	ধাপ্পা, মিথ্যে কথা।
গুষ্টির তুষ্টি করা	অনর্থ করা।
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য।
গোলে হরিবোল দেওয়া	ফাঁকি দেওয়া, কোনো রকমে দায় উদ্ধার।
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ত্রুটি।
গোদের উপর বিষফোড়া	জ্বালার উপর আরও জ্বালা।
গণ্ড মূর্খ	নিরেট মূর্খ।
গৌরিসেনের টাকা	অফুরন্ত অর্থ।
গো-বৈদ্য	হাতুড়ে।
গোল্লায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া।
গোলক ধাঁধা	দিশেহারা।
গোবেচারা	নিরীহ।
গোবরে পদ্মফুল	নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি।
গোষ্পদ	অতি ক্ষুদ্র আধার।
গোঁফে চাড়া দেওয়া	নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্ত ভাব।
গোদা পায়ে আলতা	অশোভন সাজ।
গোঁফে তা দেওয়া	নিশ্চিন্তমনে সময় কাটানো।
গোঁয়ার-গোবিন্দ	কাণ্ডজ্ঞানহীন ও একগুঁয়ে লোক।
গোডিমওয়ালা ছেলে	কচি ছেলে, দুধের ছেলে।
গোডিম ভাঙেনি	কচি বাচ্চা, একেবারে শিশু।
গোড়ে গোড় দেওয়া	পায়ে পা মিলিয়ে চলা, মতে সায় দেওয়া।
গোজমালে চণ্ডীপাঠ করা	কোনোমতে দায়সারাভাবে কাজ করা।
গ্যারেজে পাঠানো	উচিত শিক্ষা দেওয়া।
গুল মারা	বাজে কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা।

ঘ

ঘটি চোর	ছিঁচকে চোর।
ঘরভেদী বিভীষণ	কপট স্বজন।
ঘর ভাঙা	ঐক্য নষ্ট করা।
ঘর পোড়া গরু	বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	অভ্যন্তরীণ শত্রু।
ঘর পাওয়া	উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পাওয়া।
ঘরের লক্ষ্মী	পরিবারের সৌভাগ্য।
ঘর বাইরে করা	অধীরভাবে প্রতীক্ষা করা।
ঘটি বাটি বিক্রি করা	যথাসর্বস্ব বিক্রি করা, সর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্ব হওয়া।
ঘটে পটে পুজো	প্রতিমা ছাড়াই পুজো।
ঘড়ি ধরে	সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, নির্দিষ্ট সময়ে।
ঘাট মানানো	দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করা।
ঘাড় ধরা	জোরজবরদস্তি করা।
ঘাড়ে ভূত চাপা	কুবুদ্ধির মতলব মাথায় আসা।
ঘাড়ে হাগা	অন্যের উপর যা খুশি তা করা।
ঘাটের কড়ি	পারানি, পারের কড়ি।
ঘাট কামানো	হিন্দুদের মৃত্যুশৌচ শেষ হলে নখ চুল দাড়ি ও গোঁফ কামানো।
ঘাড়ে গর্দানে	অত্যন্ত মোটা।
ঘাট মারা (অশোভন)	কর বা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া, চোরাচালানি করা।
ঘাট হওয়া	অপরাধ হওয়া, যথোপযুক্ত সাজা হওয়া।
ঘাঁটাঘাঁটি করা	বাহুল্য হস্তক্ষেপ।
ঘুণাক্ষর	সামান্য ইঙ্গিত।
ঘুমগড়ে	ঘুম কাতুরে।
ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব।
ঘোল খাওয়ানো	জব্দ করা।
ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া	আরামের সম্ভাবনা দেখে চেষ্টা বা পরিশ্রম ত্যাগ করা।
ঘোড়ায় জিন দেওয়া	অত্যধিক ব্যস্ততা দেখানো।
ঘোড়ার কামড়	কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।

চ

চড়াই-উতরাই	উত্থান পতন।
চড়ক গাছ	অত্যন্ত দীর্ঘকায়।
চশমখোর	সম্পূর্ণ বেহায়া, নির্লজ্জ।
চতুর্ভুজ হওয়া	উৎফুল্ল হওয়া।
চক্ষের পুতলি	আদরের ধন।
চড়ুই পাখির প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক।
চাল মারা	মিথ্যা বাহাদুরি।
চামচিকের লাথি	নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি।
চাল নেই চুলো নেই	নিঃস্ব।
চষে বেড়ানো	বহুবার গমনাগমন।
চম্পট দেওয়া	পলায়ন।
চরিয়ে খাওয়া	অপরকে ইচ্ছামতো চালিয়ে অর্থোপার্জন।
চক্ষু চড়ক গাছ	বিস্ময়।
চতুরঙ্গ	সর্বাঙ্গসম্পন্ন।
চক্ষুরুন্মীলন	অন্তরদৃষ্টির উন্মেষ।
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা	স্বচক্ষে দর্শনে শ্রুত বিষয়ে সন্দেহ দূর করা।
চটকের মাংস	খুব সামান্য পরিমাণ জিনিস।
চ্যাংদোলা	মৃতদেহের মতো বয়ে নেওয়া।
চ্যাংমুড়ি (ব্যঙ্গে)	চ্যাংমাছের মতো মাথা যার, মনসাদেবী।
চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ জিনিস পাওয়া।
চাঁদের হাট	ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার
চাগাড় দেওয়া	উত্তেজিত হয়ে ওঠা, মাথা চাড়া দেওয়া।
চড়া-পড়া	নদীতে চর সৃষ্টি হওয়া।
চাঁদ কপালে	ভাগ্যবান।
চালচুলো	আশ্রয় ও অন্নসংস্থান।
চাপান-উতোর	পারস্পরিক সন্দেহ।
চাটি বাটি গুটানো	বাস ত্যাগ করা।
চাঁচা-ছোলা	সোজাসুজি।
চিচিং ফাঁক	গোপন রহস্যের প্রকাশ, রহস্য উদ্‌ঘাটিত।
চিটিংবাজি করা	ঠকানো, প্রতারণা করা।
চিৎপটাং	চিৎ হয়ে পড়ে গেছে এমন, ধরাশায়ী, বিধ্বস্ত।
চিত্রগুপ্তের খাতা	যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায় বা সব কিছু লেখা আছে।
চিনির বলদ	ভারবাহী অথচ ফলভোগী নয়।
চিপটেন কাটা	ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, টিপ্পুনি কাটা।
চুগলখোর	যে আড়ালে নিন্দা করে।
চুক্কি দেওয়া	ধাপ্পা দেওয়া, খেলাচ্ছলে ভয় দেখানো।
চুমরে চামরে হাসিল করা	মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কাজ উদ্ধার করা।
চুল পাকানো	দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
চুনোপুঁটি	সামান্য লোক।
চেটেনেটে	কমবয়সী বা ছোটোখাটো বধূ।
চেত্তা ভাঙা	চিৎ হয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভেঙে আলসেমি দূর করা।
চৈতন্য-চুটকি	টিকি, শিখা, মস্তকের মধ্যস্থিত কেশগুচ্ছ।
চোখের চামড়া	চক্ষুলজ্জা।
চোখ কপালে তোলা	বিস্মিত হওয়া।
চোখ নাচা	শুভাশুভের লক্ষণ।
চোখে ধুলা দেওয়া	ঠকানো।
চোখে ধোঁয়া দেখা	হতভম্ব হওয়া।
চোখের নেশা	মোহ।
চোখে সাঁতার পানি	অতিরিক্ত মায়া কান্না।
চোখে মুখে কথা বলা	বাকপটুতা দেখানো।
চোখ বোজা	মারা যাওয়া।
চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো	বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ।
চোখ বুলানো	দেখা।
চোখ বুজে থাকা	ইচ্ছা করে না দেখা।
চোখ পাকানো	রাগ প্রকাশ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

চোখ টেপা	ইঙ্গিত করা।
চোখ টাটানো	ঈর্ষা করা।
চোখে অন্ধকার দেখা	হতাশ হওয়া।
চেকনাই, চিকনাই	মসৃণ, লাবণ্যময় হওয়া।
চোখ-কান বুজে থাকা	নির্লিপ্ত থাকা, নীরবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা।
চোখ খাওয়া	দৃষ্টিহীন হওয়া, মনোযোগ না থাকা।
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে পড়ে দিশাহারা হয়ে পড়া।
চোখের জলে নাকের জলে করা	নাস্তানাবুদ করা, ভোগানো।
চোখে চোখে রাখা	সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
চোদ্দোবুড়ি	অনেক, প্রচুর, সাতকাহন।
চোপরা করা, চোপা করা	দুর্বিনীতভাবে কথার জবাব দেওয়া।
চোয়াল-ভাঙা কথা	শক্ত কথা, উচ্চারণ করা কঠিন এমন শব্দ।
চোরের মায়ের কান্না	গোপন কান্না, গোপন আর্তনাদ।
চোরের উপর বাটপাড়ি	চোরকেও প্রবঞ্চনা করা।
চোরের মায়ের বড়ো গলা	অসৎ লোকের হম্বিতম্বি।
চৌকি হাঁকা	চৌকিদার কর্তৃক সতর্ক বার্তা।
চৌপর দিন	চৌ-প্রহর, সারাদিন।

ছ

ছকড়া নকড়া	অপচয়, অবহেলা করা।
ছয়লাপ	নষ্ট হওয়া।
ছড়ি ঘুরানো	অন্যের উপর মাতব্বরি করা।
ছন্দেবন্দে	কোনো-না-কোনো উপায়ে, পাকে-প্রকারে।
ছপ্পর ফুঁড়ে	আকাশ ফুঁড়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে, না চাইতেই।
ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করা	নষ্ট করা, অপচয় করা।
ছরাদ করা	মৃত্যু কামনা করা, মৃত্যু কামনা করে শাপ দেওয়া।
ছরাদ গড়ানো	ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করা।
ছলে বলে কৌশলে	ভালো মন্দ যেকোনো উপায়ে।
ছাগল টাঙানো	লম্বা জায়গা নেওয়া।
ছায়া মাড়ানো	কাছে যাওয়া।
ছাদনা তলা	বিবাহের মণ্ডপ।
ছাতরা-ভাতরা	নোংরা বা ছেঁড়াফাটা, বিশৃঙ্খল।
ছাতা দিয়ে মাথা রাখা	বিপদে অর্থ বা আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করা।
ছাতি ফোলানো	আস্ফালন করা, শক্তি জাহির করা।
ছারেখারে যাওয়া	ছারখার হওয়া, একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া।
ছাইপাঁশ	বাজে জিনিস।
ছিঁচকাঁদুনি	কথায় কথায় কাঁদে এমন, অল্পেই যার কান্না পায়।
ছিঁচকে চোর	যে-চোর ছোটোখাটো জিনিস চুরি করে।
ছিনিমিনি খেলা	যেমন খুশি ব্যবহার, চূড়ান্ত অপব্যয়।
ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো	প্রথমে অল্প একটু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে কায়েম হয়ে বসে ক্রমে সবকিছু অধিকার করা।
ছুঁচিবাই	কেউ ছুঁলেই শুচিতা নষ্ট হবে এ ভাবনার বাড়াবাড়ি।
ছুঁচোর কেত্তন	অষ্টপ্রহর ঝগড়া-ঝাঁটি, অবিরাম কলহ।
ছুঁচোর পর্বত	তুচ্ছ জিনিসকে বড়ো করে ভাবা বা দেখা।
ছুঁৎবার্গ, ছুঁতমার্গ	নিচু জাতির লোককে ছুঁলেই অশুচি হয় এই মত।
ছেলের হাতের মোয়া	অনায়াসলভ্য বস্তু।
ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা	পরকে আপন করার চেষ্টা করা।
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা	হাতের জিনিস হাতছাড়া করে আবার তা-ই পাবার জন্যে আকুল হওয়া।

জ

জলপানি	বৃত্তি।
জক (জগ) দেওয়া	ঠকানো।
জল গ্রহণ না করা	সম্পর্ক না রাখা।
জলের দাগ	ক্ষণস্থায়ী।
জড়ভরত	জড়বুদ্ধি, অকর্মণ্য।
জগদ্দল পাথর	গুরুভার, অতিশয় ভারী।
জাহান্নামে যাওয়া	উচ্ছন্নে যাওয়া।
জবড়জং	এলোমেলো।
জলভাত	সহজ সাধ্য।
জল দেওয়া	মৃতের চিতায় জল ঢালা, তর্পণ করা।
জলাঞ্জলি দেওয়া	পাট চুকিয়ে দেওয়া, বিসর্জন দেওয়া।
জাল পাতা	ফাঁদ পাতা।
জাল গোটানো	কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা।
জামাই-আদর	প্রচুর আদর যত্ন।
জগা খিচুড়ি	বিশৃঙ্খলা।
জাউ-নড়া	দৃঢ়তাহীন, দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন।
জান কয়লা হওয়া	জীবন দুর্বিষহ হওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া।
জাবর কাটা	একই কথা বারবার বলা বা আলোচনা করা।
জিগির তোলা	ধ্বনি দেওয়া।
জিলাপির প্যাঁচ	কূটবুদ্ধি।
জিব কাটা	লজ্জা পাওয়া।
জিভ বেরিয়ে পড়া	ক্লেশবোধ করা।
জিভে পানি আসা	লোভ।
জীয়ন্তে মারা	জীবন্মৃত।
জেঁচ পোয়াতি	যে-স্ত্রীলোকের সব সন্তানই বেঁচে আছে।
জোঁকের মুখে নুন পড়া	দুষ্ট লোকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।
জোড়ের পায়রা	সব সময়ের সঙ্গী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
জো-হুকুম	তোষামোদকারী।

ঝ

ঝড়তি পড়তি	ছোটোখাটো অংশ।
ঝরাপাতা	জীর্ণশীর্ণ লোক।
ঝকমারি মাশুল	বোকামি বা অপরাধের শাস্তি, পাপের ভোগ।
ঝাড়ে বংশে	সমস্ত।
ঝাল ঝাড়া	তিরস্কার করে উত্তেজনা হ্রাস করা।
ঝালাপালা	কর্ণপীড়া।
ঝাঁকের কই	একই দলের লোক।
ঝাঁকি দর্শন	ক্ষণেকের জন্য দেখা, লুকিয়ে দেখা।
ঝাঁটাপেটা করা	ঝাঁটার বাড়ি দেওয়ার মতো বিশ্রীভাবে অপমানিত করা।
ঝাড়েবংশে শেষ করা	সমূলে বিনাশ বা ধ্বংস করা।
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝিকুট নড়া, ঝিকুর নড়া	পাগল হয়ে যাওয়া, মাথা খারাপ হওয়া।
ঝিঙেফুল ফোটা	সন্ধ্যা হওয়া, আয়ু ফুরিয়ে আসা।
ঝেড়ে কাপড় পরানো	যুক্তি তর্কে বা ঝগড়ায় নাজেহাল করা, চরম অপদস্থ করা।
ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া	মেরে কারো রাগ, তেজ ইত্যাদি দূর করা।
ঝোড়ো কাক	বিপর্যস্ত।
ঝোলে অম্বলে এক করা	দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।

ট

টনক নড়া	সজাগ হওয়া।
টক্কর দেওয়া	পাল্লা দেওয়া।
টইটম্বুর	কানায় কানায় পূর্ণ।
টসটস	রসে পূর্ণ হওয়ার ভাব।
টং টং করে ঘোরা	উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরা।
টাকার আণ্ডিল	বিপুল টাকার মালিক।
টানাপোড়েন	বিরক্তিকর যাতায়াত। দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা।
টাকার কুমির	ধনী ব্যক্তি।
টাকাটা সিকিটা	খুব সামান্য টাকা।
টাকার গরম	ধনের অহংকার।
টালবাহানা	মিথ্যা ওজর।
টানা হেঁচড়া	জোর করে কাজে লাগানো।
টাল সামলানো	বিপদ কাটিয়ে ওঠা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

	ঝাঁঝালো উক্তি বা মন্তব্য করা।
নি কাটা	শেষ অবস্থা।
টিম করা	তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা।
ক মারা	প্রতিবাদ না করা।
ক না করা	খোশামোদ করা।
পরানো	দীর্ঘ আলোচনা।
ভাষ্য	পুথিগত বিদ্যাসাগর।
পণ্ডিত	সেলাই করে জুড়ে দেওয়া।
ক দেওয়া	খুব মার দেওয়া।
ক খুলে নেওয়া	আত্মসাৎ করা, কোমরে গোঁজা।
ক গোজা	আস্ফালন।
াই-মেণ্ডাই	পরস্পরের লেখা নকল করা।
কা-টুকি	কৌশলে রাজি হওয়া।
প গেলা	লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়ানো।
টো করা	ফাঁদ পাতা।
প ফেলা	অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন।
াঁক ভারী করা	

ঠ

ন্ডা লড়াই	গোপনে বিরোধিতা।
রে ঠারে	ইঙ্গিতে।
ট বাজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা।
টো জগন্নাথ	অকর্মণ্য ব্যক্তি।
লাপাতি	বনভোজন।
লা সামলানো	বিপদ সামলানো।
লার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কাবু হওয়া।
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী।
ঠোঁট ফুলানো	অভিমান করা।
ঠোঁট সেলাই করে থাকা	নির্বাক।

ড

কে ওঠা	নষ্ট হওয়া।
ডাক ছেড়ে কাঁদা	গলা ছেড়ে কাঁদা।
ডাকের সুন্দরী	খুবই সুন্দরী।
ডান হাত বাঁ-হাত করা	লেনদেন করা।
ডাল ভাঙ্গা ক্রোশ	অতি দীর্ঘ পথ।
ডান হাতের ব্যাপার	খাওয়া।
ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা	ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া।
ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না	আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।
ডিগবাজি খাওয়া	সুযোগে মত পাল্টানো।
ডিমে রোগা	চির-রুগ্‌ণ।
ডুবমারা	অদৃশ্য হওয়া।
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা।

ঢ

ঢপের কেত্তন	আজগুবি গল্প।
ঢক্কা-নিনাদ	উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা।
ঢাক পেটানো	প্রচার করা।
ঢাকে কাঠি পড়া	সূচনা হওয়া।
ঢাক ঢোল পেটানো	প্রচারণা।
ঢিমে তেতালা	মন্থর গতি, কুঁড়ে।
ঢি ঢি পড়া	কলঙ্ক।
ঢুঁ মারা	অনুসন্ধান করা।
ঢেলে সাজানো	নতুন করে তৈরি।
ঢেটরা পেটা	ব্যাপক প্রচার।
ঢেঁকি অবতার	নির্বোধ লোক।

ঢেরা সই	নিরক্ষর লোকের সই।
ঢেউ গোনা	বাজে কাজে সময় নষ্ট।
ঢেঁকি না কুলো, না ঢেঁকি না কুলো	অন্নসংস্থানের উপায় না থাকা।
ঢাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়।
ঢাকের কাঠি	তোষামুদে।

ত

তড়িঘড়ি	দ্রুত।
তয়নাত করা	নিযুক্ত করা, নির্ধারিত করা।
ত-খরচ	বাজে খরচা।
তক্কে তক্কে থাকা	গোপনে সতর্ক থাকা।
তাক লাগানো	অবাক করা।
তাল সামলানো	ঝক্কি সামলানো।
তালগোল পাকানো	জট পাকানো।
তালগাছের আড়াই হাত	শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ।
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী।
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী।
তামার বিষ	অর্থের কুপ্রভাব।
তিলকে তাল করা	অতিরঞ্জিত করা, অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা।
তিলে তিলে	একটু একটু করে।
তিন মাথা এক হওয়া	খুব বৃদ্ধ হওয়া।
ত্রিশঙ্কু অবস্থা	দোটানায় পড়া।
তিনঠেঙে	লাঠিহাতে বুড়ো।
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত।
তুলো ধুনা করা	দুর্দশাগ্রস্ত করা।
তুলকালাম	সাংঘাতিক ঘটনা।
তুর্কি নাচন	দুরবস্থার একশেষ।
তুড়ি দিয়ে উড়ানো	সহজে পরাজিত করা।
তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা।
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত, ভণ্ড।
তুবড়ি ছোটা	বেশি কথা বলা।
তেলে বেগুনে জ্বলা	অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া।
তেল মাখানো	তোষামোদ করা।
তেল-কাজলা	চকচকে।
তেল-নুন-লকড়ি	মৌলিক প্রয়োজন।
তোলপাড় করা	আলোড়ন সৃষ্টি করা।

থ

থ হওয়া	স্তম্ভিত হওয়া।
থ পাতা	স্থায়ীভাবে কিছু করা।
থই পাওয়া	উদ্ধার লাভ, তলা পাওয়া।
থই থই করা	পরিপূর্ণ।
থতমত খাওয়া	কী করবে বুঝতে না পারা।
থরহরি কম্প	ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা।
থাবাথুবি দিয়ে রাখা	পিঠ চাপড়ে ভুলিয়ে রাখা।
থানা পুলিশ করা	সাহায্য পাবার আশায় বারবার থানায় যাওয়া-আসা করা।
থুরে দেওয়া	জব্দ করা।
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা।

দ

দন্তস্ফুট করা	দুরূহ বলে বুঝতে অক্ষম।
দশাসই	লম্বা চওড়া।
দক্ষিণার জোরে	টাকা পয়সা দিয়ে।
দশখান করে বলা	কারো বিরুদ্ধে বাড়িয়ে বলা।
দক্ষযজ্ঞ	ব্যাপক আয়োজন।
দানোয় পাওয়া	ভূতে পাওয়া।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দিগ্‌ধেড়েঙ্গা	বেমানান রকমের লম্বা।
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার	ভোজন।
দড়ি-কলসি	আত্মহত্যার উপায়, উপকরণ।
দফা নিকেশ	সর্বনাশ, সমূলে বিনাশ।
দহলা-নহলা করা	ইতস্তত করা।
দহরম মহরম	গভীর আন্তরিকতা।
দা-কুমড়ো সম্বন্ধ	শত্রুতা।
দাঁও মারা	মোটা দান মারা।
দাঁতে কুটো কাটা	পরাজয় স্বীকার করা।
দাঁত খিঁচুনি	তিরস্কার।
দায়সারা	কোনো রকমে।
দাস খত লিখে দেওয়া	একান্ত অনুগত স্বীকার করা।
দাঁত ভাঙা	দর্প চূর্ণ করা।
দাঁত তোলা	প্রতিশোধ নেওয়া।
দাঁত ফোটানো	কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা।
দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা	অনাহারে থাকা।
দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ	ভণ্ডামির চিহ্ন।
দিন ফুরানো	আয়ু শেষ।
দিনে দুপুরে ডাকাতি	প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতারণা।
দিনকে রাত করা	অসাধ্য সাধন, দুষ্কর্ম করা।
দিবা স্বপ্ন	অলীক কল্পনা।
দিল্লিকা লাড্ডু	যে জিনিস পেলে অনুতপ্ত, না পেলে হতাশ।
দিন থাকতে	উপযুক্ত সময়ে।
দুধে ভাতে থাকা	সুখে থাকা।
দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা	অপব্যয়।
দু নৌকায় পা	উভয় সঙ্কট।
দু কান কাটা	বেহায়া, নির্লজ্জ।
দু মুখো সাপ	শত্রু-মিত্র উভয়ের পক্ষাবলম্বন।
দুচোখের বিষ	চক্ষুশূল।
দুহাতে খরচ করা	বেহিসাবি।
দুধে আলতা রং	রঙের ঔজ্জ্বল্য।
দুধের ছেলে	কচি ছেলে।
দুকূল বজায় রাখা	উভয়কে সন্তুষ্ট করা।
দেখে নেওয়া	ক্ষমতা পরীক্ষা।
দোটানায় পড়া	কর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম।
দেঁতো হাসি	কৃত্রিম হাসি।
দোজবরে	দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।

ধ

ধকল সওয়া	উপদ্রব সহ্য করা।
ধরতাই বুলি	চালু কথা।
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী।
ধনুক-ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক।
ধড়া-চূড়া	সাজপোশাক।
ধড়ে প্রাণ আসা	বিপদ থেকে উদ্ধার।
ধর্মের কল	সত্য।
ধান গাছের তক্তা	অসম্ভব বস্তু।
ধামাচাপা দেওয়া	গোপন করা।
ধামাধরা	তোষামোদকারী।
ধুয়ো তোলা	অজুহাত বের করা।
ধেয়ে নাচনি	ধিঙ্গি মেয়ে।
ধোয়া তুলসীপাতা	নির্দোষ।
ধোপা নাপিত বন্ধ করা	একঘরে করা।
ধোপার গাধা	পরের জন্য খাটা।
ধোলাই দেওয়া	প্রচণ্ড প্রহার করা।
ধোপে টেকা	কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

ন

নখদর্পণে	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে।
নবমী দশা	মূর্ছা, মোহ।
নমাসে-ছমাসে	কালে-ভদ্রে।
নয়-দুয়ারি (ন-দুয়ারি)	দ্বারে দ্বারে।
নরক গুলজার	অসংযত স্ফূর্তিবাজদের আড্ডা।
নকড়া ছকড়া করা	হেলা ফেলা করা।
নগদ নারায়ণ	নগদ অর্থ।
নজর দেওয়া	কুদৃষ্টি।
নয় ছয়	তছনছ, বিশৃঙ্খলা, অপব্যয়।
নাড়াবুনে	মূর্খ।
নাচতে নেমে ঘোমটা	বৃথা লজ্জা।
নজর লাগা	মনের মতো হওয়া।
নথনাড়া	গর্ব প্রকাশ করা।
নবমীর পাঠা	প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি।
নাড়ার পাল	অন্তঃসারশূন্য মোটালোক।
নাক গলানো	অনধিকার চর্চা।
নাম কাটা সেপাই	তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তি।
নকড়া-ছকড়া	তুচ্ছতাচ্ছিল্য।
নাম রাখা	গৌরব রক্ষা করা।
নামে নামে	জনে জনে।
নাম ডোবানো	সম্মান নষ্ট করা।
নাক সিঁটকানো	ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা।
নাকে কান্না	বায়না করে কৃত্রিম কান্না।
নাম ডাক	যশ ও প্রতিপত্তি।
নাড়ির খবর	সকল তথ্য।
নাকানি চুবানি	হয়রান হওয়া।
নাড়ির টান	গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ।
নাড়ি টেপা	পরীক্ষা করা।
নাকে মুখে গোঁজা	দ্রুত আহার।
নাড়ি নক্ষত্র	সব তথ্য।
নারদের ঢেঁকি	বিবাদের বিষয়।
না ঢেঁকি না কুলো	অন্নসংস্থানের অভাব।
না রাম না গঙ্গা	ভালো মন্দ কিছুই না।
নিমরাজি	আংশিক স্বীকার করা।
নিজের পায়ে কুড়াল মারা	নিজের ক্ষতি নিজে করা।
নিমক খাওয়া	অন্নপুষ্ট হওয়া।
নিকুচি করা	তিরস্কার করা।
নিমক হারাম	অকৃতজ্ঞ।
নুড়ো জ্বেলে দেওয়া	মৃত্যু কামনা করা।
নেক নজর থাকা	সুদৃষ্টি লাভ।
নোলা বাড়ানো	লোভ করা।

প

পথে বসা/ দাঁড়ানো	সর্বস্বান্ত হওয়া।
পথ দেখা	চলে যাওয়া।
পথে আসা	সংশোধন করা।
পথের কাঁটা	সুখের বাধা।
পদ্মপাতার জল	ক্ষণস্থায়ী।
পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা	বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত।
পয়লানম্বর	অতি চমৎকার।
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	মারা যাওয়া।
পই পই করে	বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
পরঘড়ি পান্তা মারি	হাড়হাভাতে লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা	অসম্ভব ব্যাপার।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পটল তোলা	মারা যাওয়া।
পত্রপাঠ	তৎক্ষণাৎ।
পঞ্চমুখ হওয়া	অতিরিক্ত কথা বলা।
পটের বিবি	সুসজ্জিত।
পগারপার	পালানো।
পাকা ধানে মই	অনিষ্ট করা।
পা দেওয়া	উপনীত হওয়া।
পাখিপড়া করা	বার বার শেখানো।
পাত পাড়া	খেতে বসা।
পাঁচ কান হওয়া	প্রচারিত হওয়া।
পাটোয়ারি বুদ্ধি	ব্যবসায়ী বুদ্ধি।
পা চাটা/তেল দেওয়া	তোষামুদি করা।
পায়ে রাখা	আশ্রয় দেওয়া।
পাকে-প্রকারে	কলে-কৌশলে, ঘটনাক্রমে, চক্রে।
পাণ্ডববর্জিত	সভ্যলোকের বাসের অযোগ্য।
পান থেকে চুন খসা	সামান্য ত্রুটি হওয়া।
পাষাণ ভাঙা	দাঁড়িপাল্লায় ফের ভাঙা।
পালের গোদা	দলপতি।
পিঁপড়ের পেট টেপা	অত্যধিক হিসাব করে চলা।
পিণ্ডি রক্ষা	অনুসংস্থান।
পুকুর-চুরি	বড় রকমের চুরি।
পুঁটিমাছের প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক।
পুথি বাড়ানো	বাড়িয়ে বর্ণনা করা।
পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা	অপ্রীতিকর আলোচনা।
পেটে পেটে বুদ্ধি	দুষ্ট বুদ্ধি।
পেটে চড়া পড়া	অরুচি হওয়া।
পোয়াবারো	অতিরিক্ত সৌভাগ্য।
পেয়ে বসা	নাছোড়বান্দা।
পোড় খাওয়া	দুঃখ কষ্ট ভোগ।
পোঁ ধরা	কোনো ব্যাপারকে অন্ধভাবে সমর্থন করা।
পৃষ্ঠ প্রদর্শন	পলায়ন করা।
প্রমাদ গণা	ভীত হওয়া।
প্রাণ হাতে করা	মরণের ঝুঁকি।

ফ

ফতুর হওয়া	নিঃস্ব হওয়া।
ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি।
ফাঁদে পা দেওয়া	ষড়যন্ত্রে পড়া।
ফাঁকে পড়া	বঞ্চিত হওয়া।
ফাঁপা ঢেঁকি	সামর্থ্যহীন।
ফাঁদ পাতা	চক্রান্ত করা।
ফাঁকা আওয়াজ	বৃথা আস্ফালন।
ফাঁড়া কাটানো	বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া।
ফুলবাবু	বিলাসী।
ফুলটুসি	সামান্য আঘাতে কাতর (নারী)।
ফুটিফাটা	চৌচির।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফেউ লাগা	পেছনে লেগে থেকে ক্রমাগত বিরক্ত করা।
ফেঁপে ওঠা	বিত্তশালী হওয়া।
ফেকলু পার্টি	কদরহীন লোক।
ফোড়ন কাটা	কথার মাঝে বৃথা টিপ্পনী কাটা।
ফতো নবাব	সম্বলহীনের বড়লোকিভাব।
ফ্যা ফ্যা করা	অনর্থক ঘোরা।
ফোপর-দালালী	উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলা।
ফোঁস-মনসা	ক্রোধী লোক। [ইবি B ১৮-১৯]

ব

বসিয়ে দেওয়া	দারুণ ক্ষতি করা।
বড় গলা	অহংকার বা গর্ব।
বড় হাজারি	দুপুরের খানা।
বরাখুরে	অলক্ষুণে।
বসে খাওয়া	সঞ্চিত অর্থে চলা।
বউ-কাঁটকি	পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেওয়া।
বক দেখানো	অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা।
বচনবাগীশ	কথায় পটু।
বয়সের গাছ-পাথর না থাকা	অত্যন্ত বৃদ্ধ।
বইয়ের পোকা	পড়ুয়া।
বর্ণচোরা আম	বহিরঙ্গ একমাত্র পরিচয় নয়/কপট ব্যক্তি।
বগল বাজানো	আনন্দ প্রকাশ করা।
বয়ে যাওয়া	ক্ষতি বা বৃদ্ধি জ্ঞান না করা।
বসন্তের কোকিল	সুদিনের বন্ধু।
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা	অসাধ্য সাধন করা। [রাবি B ১৯-২০]
বিন্দু বিসর্গ	সামান্য অংশ।
বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো	সরল লোককে প্রতারণা।
বামনের গরু	যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে।
বারো সতেরো	খুঁটিনাটি।
বারো মাস ত্রিশ দিন	প্রতিদিন।
বারো মাসে তেরো পার্বণ	উৎসবের আধিক্য।
বাপের ঠাকুর	শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)।
বাগে পাওয়া	সুযোগ পাওয়া।
বাঘের মাসি	নির্ভীক।
বাঘের দুধ	দুষ্প্রাপ্য বস্তু।
বাপকা বেটা	পিতার উপযুক্ত পুত্র।
বাঁ হাতের ব্যাপার	ঘুষ।
বাপের জন্মে	কোনো কালে।
বাঁধা গৎ	নির্দিষ্ট আচরণ।
বাজিয়ে দেখা	গুণাগুণ পরীক্ষা করা।
বারমেসে	সারা বছর জুড়ে।
বাহাত্তরে ধরা	মতিচ্ছন্ন হওয়া।
বিড়াল-তপস্বী	ভণ্ড লোক।
বিড়ালের আড়াই পা	ক্ষণস্থায়ী রাগ।
বিনা মেঘে বজ্রপাত	অপ্রত্যাশিত বিপদ।
বিরাশি সিক্কা ওজন	পাকা ওজন।
বিসমিল্লায় গলদ	শুরুতেই ভুল।
বিষবৃক্ষ	অনিষ্টকারী।
বিশ বাঁও জলে	যা সাফল্যের অতীত।
বিষদাঁত	অহংকারের মূল কারণ।
বিদ্যার জাহাজ	অতিশয় পণ্ডিত।
বিষঝাড়া	শাস্তি দিয়ে সংশোধন করা।
বিষ নয়নে পড়া	বিরাগ ভাজন হওয়া।
বুড়ি ছোঁয়া	নামমাত্র নিয়ম পালন।
বুক দিয়ে পড়া	আপ্রাণ সাহায্য করা।
বুদ্ধির ঢেঁকি	বোকা।
বুকের পাটা	সাহস।
বুক চড়চড় করা	ঈর্ষা।
বুড়ো বয়সে চূড়াকরণ	খোকামি, ছেলেমানুষি।
বুড়োহাড়	অভিজ্ঞ লোক।
বেনা/উলুবনে মুক্তো ছড়ানো	অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দেওয়া।
বোঝার উপর শাকের আঁটি	অতিরিক্তের অতিরিক্ত।
বেগার ঠেলা	বাধ্য হয়ে কাজ করা।
বোঝা নামানো	দায়মুক্ত হওয়া।
বোঝা চাপানো	দায়িত্ব দেওয়া।
বংশে বাতি	বংশের অস্তিত্ব রক্ষা।
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের।
ব্যাঙের লাথি	নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ভ

ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকা	ভয়ে জড়সড় হওয়া।
ভস্মে ঘি ঢালা	নিষ্ফল কাজ।
ভরাডুবি	সর্বনাশ।
ভণিতা করা	মূল প্রসঙ্গের পূর্বপ্রস্তুতি।
ভবী ভুলবার নয়	যাকে ভুলা যায় না।
ভদ্রতার বালাই	সৌজন্যবোধ।
ভরাডুবি মুষ্টিলাভ	সব হারিয়েও সামান্য কিছু পাওয়া।
ভালুক জ্বর	ক্ষণস্থায়ী জ্বর।
ভাতে মারা	জীবিকার উপায় বন্ধ করে কষ্ট দেওয়া।
ভাঁড়ের কলসি	স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ।
ভাঁড়ে মা ভবানী	একেবারে দরিদ্র।
ভাদ্র মাসের তাল	প্রচণ্ড কিল।
ভানুমতীর খেল	অবিশ্বাস্য ব্যাপার।
ভাতে ধুনো দেওয়া	প্রতারিত করা, ঠকানো।
ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া	উস্কানি দেওয়া।
ভিজে বিড়াল	কপটচারী।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা	অনড় সংকল্প।
ভূতের মুখে রাম নাম	স্বপ্রকৃতি বিরুদ্ধকর্ম।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ	অপচয়জনক ব্যাপার।
ভূত ঝাড়া	নির্দয়ভাবে প্রহার বা গালি দেওয়া।
ভূতের বেগার খাটা	নিষ্ফল পরিশ্রম করা।
ভুইফোড়	নতুন আগমন, অর্বাচীন।
ভেক ধরা	ছদ্মবেশ ধারণ।
ভেড়া বানানো	বশীভূত করা।

ম

মন জোগানো	খুশি করা।
মনে প্রাণে	ঐকান্তিকভাবে।
মুখ রাখা/ রক্ষা	সম্মান বাঁচানো।
মন না মতি	চিত্তের অস্থিরতা।
ময়ূর ছাড়া কার্তিক	রূপবান পুরুষ।
মকশো করা	অভ্যাস করা।
মন উচাটন হওয়া	অস্থির হওয়া।
মগের মুলুক	অরাজক দেশ।
মরাকান্না	উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ।
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন।
মণিহারা ফণী	প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক।
মামদোবাজি	প্রতারণা।
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া	আকস্মিক বিপদে পড়া।
মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল	ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা।
মান্ধাতার আমল	অতি প্রাচীনকাল।
মাকাল ফল	অন্তঃসারশূন্য।
মাছি মারা কেরানি	বিচার বুদ্ধিহীন নকলনবিশ।
মাছের মা	নির্মম।
মানিক জোড়	পরম বন্ধুত্ব।
মাটির মানুষ	সরলপ্রাণ মানুষ।
মাঠে মারা যাওয়া	ব্যর্থ হওয়া।
মাথা ঠেকানো	প্রণাম করা।
মাটিতে পা না পড়া	অহঙ্কার করা।
মাথা খাওয়া	আদর দিয়ে নষ্ট করা।
মাথা হেঁট হওয়া	লজ্জা পাওয়া।
মাথা রাখা	খুব শ্রদ্ধা করা।
মাথার মণি	মূল্যবান প্রিয় বস্তু।
মানে মানে	সসম্মানে।
মাথায় চড়া	প্রশ্রয় পাওয়া।
মাথায় হাত বুলানো	কৌশলে কার্যোদ্ধার।
মায়ের দয়া	বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়া।
মাটি কামড়ে থাকা	নাছোড়বান্দা হয়ে স্বস্থানে থাকা।
মাথা কাটা যাওয়া	লজ্জা পাওয়া।
মাথা তোলা	সগৌরবে নিজেকে জাহির করা।
মানের গুড়ে বালি	সম্মানহানি।
মামা বাড়ির আবদার	সহজে মিটে এমন।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলা	অত্যধিক শ্রম।
মাৎস্যন্যায়	অরাজকতা।
মার্কামারা	সুচিহ্নিত।
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ।
মুখে ফুল-চন্দন পড়া	শুভকামনার জন্য প্রশংসা করা।
মুখে দুধের গন্ধ	অতি কম বয়স।
মেঘ না চাইতে বৃষ্টি	আশাতীত ফল।
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া	বয়স বাড়া।
মৌতাত চড়ানো	নেশা করা।
মেনিমুখো	সলজ্জ, অন্তর্মুখী লোক।
মেছো হাটা	তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত।
মোগলাই কায়দা	জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা।
মৌচাকে ঢিল	বিপজ্জনক স্থানে আঘাত।

য

যক্ষের ধন	কৃপণের ধন।
যমে ধরা	মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া।
যমের অরুচি	কুৎসিত, যে সহজে মরে না।
যম যন্ত্রণা	খুব কষ্ট।
যমের দোসর	নিষ্ঠুর ব্যক্তি।
যমের ভুল	যার মরণ হয় না।
যমের বাড়ি যাওয়া	মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া।
যবনিকাপাত	পরিসমাপ্তি।
যখন-তখন অবস্থা	মুমূর্ষু অবস্থা।
যশুরে কই	বেঢপ/স্ফীত মস্তক শীর্ণ দেহী।
যাচ্ছেতাই	নিকৃষ্ট।
যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন	খুব সামান্য তফাত।
যো সো করে	যেকোনো উপায়ে।

র

রকম ফের	বৈচিত্র্য
রয়ে-সয়ে	ধীরে সুস্থে।
রক্তের টান	স্বজনপ্রীতি।
রকম সকম	ভাবভঙ্গি, চালচলন।
রক্ত শোষণ	সর্বস্ব আত্মসাৎ করা।
রক্ত মাংসের শরীর	যার পক্ষে উত্তেজনাদি স্বাভাবিক।
রঙ্গসঙ্গ	আমোদ- প্রমোদ।
রণে ভঙ্গ দেওয়া	ক্ষান্ত হওয়া।
রসাতলে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া।
রক্তগঙ্গা করা	খুন খারাবি করা।
রথ দেখা কলা বেচা	উভয়কর্ম সাধন।
রক্তের অক্ষরে লেখা	সংগ্রামের কাহিনি।
রগচটা	অল্পেই রাগ।
রাম ভজি কি রহিম ভজি	উভয় সংকট।
রায়বাঘিনী	উগ্র স্বভাবের নারী।
রাজার হাল	আড়ম্বর।
রাহুর দশা	দুঃসময়।
রা করা	কথা বলা।
রাশ আলগা করা	শাসন না করা।
রাঙা শুক্রবার	কোনো দিনই নয়।
রাম রাজত্ব	শান্তিশৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য।
রাই কুড়িয়ে বেল	ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

রাঘব বোয়াল	সর্বগ্রাসী ব্যক্তি।
রাঙা মুলো	প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন।
রাবণের গোষ্ঠী	বড়ো পরিবার।
রাশভারী	গম্ভীর প্রকৃতির।
রুই-কাতলা	প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
রেখে ঢেকে বলা	চেপে রাখা।

ল

ললাটের লিখন	অমোঘ ভাগ্য।
লবেজান করা	নাজেহাল করা।
লক্কা পায়রা	ফুলবাবু।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড	সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি।
লঙ্কাকাণ্ড	তুমুল ব্যাপার।
লজ্জার মাথা খাওয়া	লজ্জাহীন হওয়া।
লঙ্কা পোড়া	বিভ্রাট সৃষ্টিকারী।
লম্বা চাল	অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর।
লম্বা করা	প্রহার দ্বারা ধরাশায়ী করা।
লঘু গুরু জ্ঞান	কাণ্ডজ্ঞান।
লালবাতি জ্বালান	ধ্বংস হওয়া।
লাখ কথার এক কথা	অতি মূল্যবান কথা।
লাটে ওঠা	সর্বনাশ হওয়া।
লাট বেলাট	সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
লাই দেওয়া	অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া।
লাগানি-ভাঙানি	গোপনে নিন্দা করা।
লাগাম ছাড়া	নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।
লাল হয়ে যাওয়া	বিত্তবান হওয়া।
লাল পানি	মদ।
লাথি খেকো	অত্যন্ত হেয়।
লেজে গোবরে করা	বিশৃঙ্খলা করা।
লেজে খেলানো	কারও সঙ্গে ক্রমাগত চালাকি করা।
লোটাকম্বল	সামান্য সংগতি।
লেজা মুড়ো	আগাগোড়া, সমস্ত।
লেজকাটা শিয়াল	বেহায়া লোক।
লেজ গুটানো	ভীত হওয়া।
লোহার কার্তিক	কালো কুৎসিত লোক। [হিবি B ১৮-১৯]
লোক হাসানো	হাস্যাস্পদ হওয়া।
ল্যাংবোট	নিত্যসঙ্গী।

শ

শবরীর প্রতীক্ষা	দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা।
শঠে শাঠ্যং	শঠ ব্যক্তির সঙ্গে শঠতা।
শনির দশা	দুঃসময়।
শনির দৃষ্টি	ক্ষতিকারক দৃষ্টি।
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু।
শত্রুর মুখে ছাই	কুদৃষ্টি এড়ানো।
শকার-বকার	অশ্লীল কথা।
শালগ্রামের শোয়া বসা	নির্বিকার লোকের মনের অবস্থা।
শাঁখের করাত	উভয় সংকট।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা।
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ।
শিকায় তোলা	স্থগিত।
শিখণ্ডী	যাকে সম্মুখে রেখে অন্যায় কাজ করা হয়।
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র বংশধর।
শিয়রে শমন	আসন্ন মৃত্যু।
শিয়ালের যুক্তি	অসম্ভব যুক্তি।
শ্রীঘর	জেলখানা।
শুকনোয় ডিঙ্গি চালানো	শক্তিতে কাজ করা।
শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া	আলস্যে সময় নষ্ট করা।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল	অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু।
শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ	ভীষণ লড়াই।
শুঁড় বার করা	লোভ করা।
শুয়োরের গোঁ	ভয়ানক।
শূন্যে সৌধ নির্মাণ	অলীক কল্পনা।
শেষ রক্ষা	শুভ সমাপ্তি।
শ্বেতহস্তী পোষা	কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা।
শোধবোধ	মিটমাট।
শ্মশান-বৈরাগ্য	সাময়িক বৈরাগ্য।

ষ

ষণ্ডামার্কা	গুণ্ডা প্রকৃতির।
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান	কাণ্ডজ্ঞান।
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ লোক।
ষাটের কোলে	অধিক বয়স।
ষোলো কলা	সম্পূর্ণ।
ষোলো আনা পূর্ণ	পূর্ণতা লাভ।
ষোলো কড়াই কানা	সম্পূর্ণ বিনষ্ট।
ষোলো আনা বাজিয়ে নেওয়া	সম্পূর্ণভাবে বিচার করে নেওয়া।

স

সরস্বতীর বরপুত্র	বিদ্বান লোক।
সকাল সকাল	নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়।
সর্ষে ফুল দেখা	অন্ধকার দেখা।
সবে ধন নীল মণি	একমাত্র অবলম্বন।
সব শিয়ালের এক রা	ঐকমত্য।
সরফরাজি করা	অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি।
সপ্তমে চড়া	প্রচণ্ড উত্তেজনা।
সবুরে মেওয়া	ধৈর্যে সুফল।
সাজ করতে দোল ফুরানো	প্রস্তুতির জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া।
সাপের ছুঁচো গেলা	উভয় সংকটে পড়া।
সাতকাহন	প্রচুর পরিমাণ।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহংকারের বাড়াবাড়ি।
সাত খুন মাফ	অত্যধিক প্রশ্রয়।
সাত সতের	বিচিত্র রকমের।
সাপও মারা লাঠিও না ভাঙ্গা	কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা।
সাত পাঁচ ভাবা	নানা রকম চিন্তা করা।
সাত জন্মে	কস্মিনকালে।
সাত পাঁচ	বিবিধ।
সাবধানের মার নেই	সতর্কতায় বিপদ নেই।
সাপে নেউলে	নিদারুণ শত্রুতা।
সাফাই গাওয়া	দোষ এড়ানোর চেষ্টা।
সাতেও নয় পাঁচেও নয়	সংস্রবশূন্য, সম্পর্কশূন্য।
সুখে থাকতে ভূতে কিলানো	অকারণে দুঃখ ডেকে আনা।
সুখের পায়রা	সুসময়ের বন্ধু।
সুলুক-সন্ধান	খোঁজখবর।
সেয়ানে সেয়ানে	চালাকে চালাকে।
সোনার চাঁদ	অতি আদরের।
সোঁতের শেওলা	নিরাশ্রয় ব্যক্তি।
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি	বাঁচামরার উপায়।
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু।
সোনায় সোহাগা	সুন্দর মিল।
সের দরে	নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়।
স্বর্গের সিঁড়ি	সুখ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।
স্বর্গে বাতি দেওয়া	বংশ রক্ষা করা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

হ

হয়কে নয় করা	সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
হরিষে বিষাদ	সুখের সময়ে হঠাৎ দুঃখ।
হলুদের গুঁড়ো	সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত।
হদিস পাওয়া	নিখুঁত সংবাদ পাওয়া।
হ য ব র ল	বিশৃঙ্খল।
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ।
হচ্ছে হবে	দীর্ঘসূত্রিতা।
হরিলুট	অপচয়।
হস্তিমূর্খ	ভীষণ বোকা।
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।
হাতির খোরাক	অধিক আহার।
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল।
হাতে জল না গলা	অতি কৃপণ।
হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাধিক্য সচ্ছল অবস্থা।
হাতে দুর্বা গজান	কুঁড়ে হওয়া।
হাল ছেড়ে দেওয়া	হতাশ হওয়া।
হাতে বেড়ি পড়া	গ্রেফতার হওয়া।
হাড় কালি হওয়া	অতিশয় দুঃখ ভোগ করা।
হাড় হদ্দ	নাড়ি নক্ষত্র।
হাড়ে হাড়ে চেনা	মর্মান্তিকভাবে জানা।
হাত পাতা	ভিক্ষা করা।
হাল ধরা	দায়িত্ব গ্রহণ করা।
হাড়ে ভেলকি খেলা	চতুর ব্যক্তির কাজ।
হাত ধুয়ে বসা	নিশ্চিন্ত বোধ করা, আশা ত্যাগ করা।
হাতুড়ে বদ্যি	আনাড়ি চিকিৎসক।
হাত করা	আয়ত্ত করা।
হাতে কলমে	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
হাতে নাতে	প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
হাঁড়ির হাল	মলিন অবস্থা।
হাতে না মেরে ভাতে মারা	পরোক্ষ শাস্তি দেওয়া।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা	সুযোগ নষ্ট করা।
হাড়ে মাসে জ্বালানো	অত্যন্ত উত্যক্ত করা।
হাড়ে বাতাস লাগা	স্বস্তি পাওয়া।
হাতে আকাশ পাওয়া	অভাবিতভাবে কিছু লাভ।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	মীমাংসার উপায় থাকতে তর্ক-বিতর্ক বৃথা।
হাতির গলায় ঘণ্টা	বয়স্ক বরের বালিকা বধূ।
হাতে খড়ি	শিক্ষার সূচনা।
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা।
হা-ঘরে	গৃহহীন।
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য।
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা, সাধ্যের মধ্যে আনা।
হাঁটুর বয়স	নিতান্ত শিশু।
হিতে বিপরীত	উল্টা ফল।
হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা	সমাজচ্যুত করা।
হেস্তনেস্ত	শেষ মীমাংসা।
হোমরা চোমরা	গণ্যমান্য ব্যক্তি।
হ্যাপা সামলানো	ঝামেলা পোহানো।
হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান	সাধারণ জ্ঞান।

সমার্থ বিশিষ্ট কয়েকটি বাগ্‌ধারা :

অপদার্থ, অকর্মণ্য, অক্ষম	আমড়া কাঠের ঢেঁকি, বুদ্ধির ঢেঁকি, কায়েতের ঘরের ঢেঁকি, ঢেঁকির কুমির, কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, কচুবনের কালাচাঁদ, অকাল কুষ্মাণ্ড, ঘটিরাম, ঘণ্টাগরুড়, গোবর গণেশ, ষাঁড়ের গোবর, ঠুঁটো জগন্নাথ, নালায়েক, ঢাকের বায়া, অভাজন, উনপাজুরে।
ভীষণ শত্রুতা	অহি-নকুল সম্বন্ধ, দা-কুমড়া, গজ-কচ্ছপের লড়াই, সাপে-নেউলে।
সুসময়ের বন্ধু	দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল, শরতের শিশির, লক্ষ্মীর বরযাত্রী।
উপযুক্ত মিলন	রাজযোটক, সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যোগ, আমে-দুধে মেশা।
কপটচারী	বিড়াল তপস্বী, ভিজেবিড়াল, বর্ণচোরা।
তোষামোদকারী	ধামাধরা, ঢাকের কাঠি, খয়ের খাঁ।
একমাত্র অবলম্বন	শিবরাত্রির সলতে, সবেধন নীলমণি, অন্ধের যষ্ঠী, অন্ধের নড়ী।
পালানো	পগারপার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
উভয় সঙ্কট	শাখের করাত, সাপের ছুঁচো গেলা, জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ, রাম ভজি কি রহিম ভজি, দু নৌকায় পা, এগুলে রাম পেছুলে রাবণ।
অলস	কূর্ম অবতার, অকর্মার ধাড়ি, ঢিমেতেতালা, ইতুনিদকুড়ে।

পাঠ্য বইয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারা :

কড়িকাঠ গোনা– নিষ্কর্মা বসে থাকা।	চুলায় যাওয়া– গোল্লায় যাওয়া।
পৃষ্ঠপ্রদর্শন– পালানো।	রসাতলে গমন– অধঃপাতে যাওয়া।
দোহাই মানা– নজির দেখানো।	বাজারে কাটা– বিক্রি হওয়া।
বাজখাঁই– কর্কশ ও উঁচু।	পঞ্চমুখ– প্রশংসামুখর হওয়া।
শিকায় তোলা– মুলতবি রাখা।	কাঁটা দেওয়া– বাঁধা দেওয়া।
লঙ্কাভাগ– স্বার্থ চিন্তা।	দা-কুমড়া সম্বন্ধ– ভীষণ শত্রুতা।
চক্রতোলা– ফণা তোলা।	নিরাক পড়া– হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় ভরা।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. 'গোবরে পদ্মফুল' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর। [জবি ১৯-২০]

উত্তর : বাগ্‌ধারা শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা বলার বিশেষ ঢং বা রীতি। এটি এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ।

'গোবরে পদ্মফুল' বাগ্‌ধারাটির বিশিষ্টার্থ হচ্ছে নীচ বংশে ভালো লোকের আবির্ভাব।

বাগ্‌ধারা কথ্য ভাষার সম্পদ যার উদ্ভব মূলত মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে। তাই মানুষ কারো মাঝে কোনো অসঙ্গতি দেখলে, অধমের মধ্যে উত্তম বংশজাত কিছু দেখলেই গোবরে পদ্মফুল-এ বাগ্‌ধারার প্রয়োগ করে থাকে। পুরাকালের এক ঘটনায় যা স্পষ্ট করা যায়–

রাক্ষসকুলের হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুকুলে পাঠানো হলে অস্ত্রশিক্ষার মাধ্যমে রাক্ষসকুলের প্রতিনিধি না হয়ে সে হয়ে উঠে হরিভক্ত। রাক্ষস পিতা শত্রুর নাম জপকারী পুত্রকে আগুন, সাপ, পাথরের সাহায্যে হত্যা করতে চাইলেও হরিনামে প্রহ্লাদ প্রতিবারই বেঁচে যায় এবং পিতার পাপ মুক্তির পাথেয় হয়।

এখানে গোবর যেমন নিকৃষ্ট উপকরণ কিন্তু তাতে জাত পদ্মফুল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তেমনি খারাপ কিছু থেকে ভালো কিছুর জন্মই 'গোবরে পদ্মফুল' এর নিহিতার্থ বহন করে।

০২. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : বাগ্‌ধারাটির অর্থ গৃহশত্রুই বিনাশের মূল বা যে স্বজন শত্রু।

এ বাগ্‌ধারাটির মূল উৎস রামায়ণে বর্ণিত রাম-রাবণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ থেকে। কাহিনি সংক্ষেপ এরকম : রাবণের বোন শূর্পণখা রামকে প্রেম নিবেদন করলে রাম তাকে প্রত্যাখ্যান করে। রাম-লক্ষ্মণ দুজনই শূর্পণখাকে ফিরিয়ে দিলে, সে রেগে সীতাকে খেতে উদ্যত হয়। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দেয়। এ ঘটনায় রাবণ রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধের জন্য সীতাকে অপহরণ করে। আর এ ঘটনার সূত্রপাত ধরেই রাম-রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।

রাবণ কর্তৃক সীতাকে অপহরণ বিভীষণ কখনোই মেনে নিতে পারেনি। রাবণের কাজটা যে অন্যায় করেছে এটা স্মরণ করিয়ে বিভীষণ সীতাকে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু রাবণ বিভীষণের এ কথা তো শোনেইনি বরং তাকে ভর্ৎসনা করেছে। বিভীষণ ধার্মিক হওয়ায় সে যুদ্ধে রামের পক্ষ নিয়েছিল। যুদ্ধে রামের জয়লাভের পেছনে বিভীষণের যথেষ্ট অবদান ছিল। আর তাই ধর্মের চোখে বিভীষণ ভালো হলেও, রাক্ষসদের চোখে বিভীষণ রীতিমতো গৃহশত্রু, বিশ্বাসঘাতক। কোনো ঘরে যদি এমন গৃহশত্রু থাকে, তাহলে সে ঘরের বা পরিবারের পতনের জন্য বাইরের পক্ষের বা শত্রুর খুব

CamScanner

...শ্রম করতে হয় না। গৃহশত্রুই সে ঘরের বা পরিবারের পতন ডেকে আনার জন্য ...উল্লেখ্য, বিভীষণ ধর্মের পক্ষে থেকেছে কিন্তু আপন পরিবারের সঙ্গে সে শত্রুর মতো ...করেছে। আর তাই ঘরের কেউ অর্থাৎ পরিবারের কেউ শত্রুর মতো আচরণ করলে ...পক্ষের কেউ বিরোধী পক্ষের হয়ে কাজ করলে তাকে বলা হয় 'ঘরের শত্রু ...' (বা ঘর-সন্ধানী বিভীষণ)।

...মামা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

...বাগ্‌ধারাটির অর্থ কুটিল ব্যক্তি। কূটবুদ্ধি দিয়ে গৃহ বিবাদ বাধায় এমন ব্যক্তি। ...গৃধারার কাহিনি উৎস পৌরাণিক। মহাভারতে উক্ত দুর্যোধনের মাতুল (মামা) ...কূটক্রীড়তে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তারই প্ররোচনায় ও পরামর্শে দুর্যোধন ধর্মভীরু ...দের নানা প্রকারে নির্যাতিত করে। যেমন : মহাসমারোহের সময় জতুগৃহ পুড়িয়ে ...পাণ্ডবদের পুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলার মাধ্যমে ...দের নিঃস্ব করে দেওয়া এমনকি দাসত্ব স্বীকার এবং বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে বাধ্য ...। এরকম আরো নানা কাজে শকুনির কুটিলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

...ক্ষেত্রে শকুনি মারা গেলেও তার আগেই তার কুটিলতার অজস্র সাক্ষর রেখে ...। বিশেষ করে পাশাখেলার মাধ্যমে কারো সম্পত্তি ও প্রিয় মানুষদের ছিনিয়ে ...র মতো কুটিল বুদ্ধি যার মাথা থেকে বের হতে পারে, তার চেয়ে কুটিল বুদ্ধির ...আসলেই খুব কম পাওয়া যায়। তাই জগৎ সংসারে যার মাথায় অমন ভয়ংকর ...বুদ্ধি আছে, তেমন লোকদের কথা বলতে গেলে, দুর্যোধনের এ মামার প্রসঙ্গ ...সবাই তাদেরকে 'শকুনি মামা' বলে সম্বোধন করে।

...ণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

...র : বাগ্‌ধারাটির অর্থ দীর্ঘজীবী বা অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, অন্যায়ভাবে দীর্ঘজীবী ব্যক্তি। ...পুরাণে উল্লেখকৃত 'ভূশণ্ডি' শব্দের অর্থ ত্রিযুগদর্শী কাক। দীর্ঘজীবী, বহুদর্শী, ...বুদ্ধিসম্পন্ন কুশল ব্যক্তি। আর ভূশণ্ডির কাক বলতে বোঝায় যে বহু বছর এবং ...র বয়স হওয়া সত্ত্বেও জীবিত আছে বা অন্যায়ভাবে দীর্ঘজীবী।

...রাণিক এ কাকটির বিশেষত্ব হলো, সে আবহমানকাল জুড়ে বেঁচে আছে। আর সেই ...দিকাল থেকে পৃথিবীতে আছে বলে সে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই জানে।

...তে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে অর্জুন গর্বে ও অহংকারে বুক ফুলিয়ে কুরুক্ষেত্র ...বেড়াতে বেড়াতে এক ভূশণ্ডির কাকের সঙ্গে দেখা হয় এবং অর্জুন কাকের পরিচয় ...তে চাইলে কাক তার পরিচয়ে বলে ওঠে সেই সত্যযুগ থেকে শুরু করে সব কালের ...ঘটনার স্বাক্ষী সে। তখন অর্জুন তার কাছে জিজ্ঞাসা করে এর আগে এরকম যুদ্ধ ...য়েছে কিনা। অর্জুনের এমন প্রশ্নে কাক হায় হায় করে উঠে বলে, সত্যযুগে শুম্ভ-...ম্ভের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে নাকি মুষলধারে রক্তবৃষ্টি হয়েছিল। রক্ত খাওয়ার জন্য ...কে একটুও নড়তে হয়নি। তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধে রক্ত খাওয়ার জন্য তাকে ...জন্য ঘাড় নিচু করতে হয়েছিল। শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে ভূশণ্ডি ...ঠোঁট দেখিয়ে বলে এখানে একটা লক্ষ্মীছাড়া যুদ্ধ হলো যে তাকে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে ...খেতে গিয়ে ঠোঁটই ভোঁতা হয়ে গেছে। তবু তার পেট ভরল কই! ভূশণ্ডির এসব ...কথা শুনে অর্জুনের সব গর্ব দূর হলো।

...সাধারণত অতিবৃদ্ধ বোঝাতে গিয়ে কাউকে ভূশণ্ডির কাক বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ...দের মৃত্যুর সময় হয়ে গিয়েছে, এখন কেবল পড়ে পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষার প্রহর ...গুনছে বা তার কাছের লোকেরাও তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, অমন অতিবৃদ্ধদের ...কথা অবতারণা করতে গিয়ে 'ভূশণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

'কংস মামা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : বাগ্‌ধারাটির অর্থ নির্মম বা নির্দয় আত্মীয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ব্যক্তি ...হেন নীচু কাজ নেই যে সে করে না। এরূপ বোঝাতে এ কথাটি বলা হয়ে থাকে।

এ বাগ্‌ধারাটির সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনি এরকম : রাজা কংস ছিল কৃষ্ণের ...মামা। কৃষ্ণের বাবা-মার বিয়েতেই দৈববাণী হয়, তাদের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ ...করবে। সেই দৈববাণী শোনার পর থেকেই কংস তার বোন দেবকী ও বোন-জামাই ...বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করার অন্যায় আদেশ দেয় এবং একে একে তাদের (দেবকী-বসুদেবের) ছয় সন্তান হত্যা করে। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম সন্তানকে মারতে ...সমর্থ হয় না। সপ্তম সন্তান (বলরাম) বিষ্ণু ও অষ্টম সন্তানকে (কৃষ্ণ) স্বয়ং মহামায়া ...বাঁচিয়ে দেয়। কংস তার হত্যাকারী সন্তানটিকে খুঁজে না পেয়ে পুতনা রাক্ষসীকে ...আদেশ দিল মথুরার সব শিশুকে হত্যা করতে। কিন্তু কৃষ্ণকে মারতে গিয়ে উল্টো ...পুতনা রাক্ষসীই কৃষ্ণের হাতে মারা পড়ল। তাতে কংসের যে লাভ হলো, সে কৃষ্ণকে ...চিনে ফেলল। তারপর তাকে মারার জন্য বক, অঘ, অরিষ্টসহ অসংখ্য দানবকে ...পাঠালো। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তারা সবাই পরাস্ত হলো। শেষে কংস অন্য পথ অর্থাৎ ...মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেও কোনো লাভ হলো না। কারণ প্রথমে কংসের রক্ষীদের ও ...পরে অত্যাচারী কংসকেও হত্যা করে কৃষ্ণ। এরপর কারাবন্দি উগ্রসেনকে (কংসের ...বাবা) মুক্ত করে, কৃষ্ণ তাকে মথুরার অধিষ্ঠিত করেন।

কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু হলো বটে, কিন্তু তার আগেই কংস নিজের স্বার্থে কতটা নিচে নামতে পারা যায়, তার চূড়ান্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে দিয়েছিল। নিজের স্বার্থে আপন আত্মীয়দের ক্ষতি করতে একটুও দ্বিধা করেনি সে। সিংহাসনের লোভে তার নিজের বাবাকেই গদি থেকে নামিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখে। নিজের জীবন বাঁচাতে নিজের বোনের ছেলেদের এক-এক করে হত্যা করে। আপন ভাগ্নেকে হত্যার জন্য সব রকম চেষ্টাই করে সে। আর তাই, কেউ যখন নিজের স্বার্থে আত্মীয়দের সাথেই শত্রুতা করতে থাকে, তাকে ঘৃণাভরে বলা হয় 'কংস মামা'।

০৬. 'চিত্রগুপ্তের খাতা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : বাগ্‌ধারাটির অর্থ কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের খাতা। কারো খাতায় অনেক দিনের হিসাব বা হিসাবের খাতায় যার ভুল থাকে না এমন বিষয় অবতারণা করতে গেলে চিত্রগুপ্তের বিষয়টি চলে আসে। তাছাড়া এর পুরাণ কাহিনি আছে। যেমন : চিত্রগুপ্ত হলেন যমের কেরানির নাম। ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে তাঁর জন্ম। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সে সময় তার শরীর থেকে দোয়াত-কলমসহ চিত্রগুপ্তের জন্ম হয়। ব্রহ্মার শরীর থেকে জন্মেছিলেন বলে ব্রহ্মা নিজেই তাকে কায়স্থ হিসেবে অভিহিত করেন। সে হিসেবে তাকে বলা হয় আদি কায়স্থ। জন্মের পর চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার কাজ কী হবে? তখন ব্রহ্মা যোগনিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। তারপর ছেলেকে বললেন, তাঁর কাজ হবে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখা। আর সেজন্য তাকে যমালয়ে বাস করতে হবে। তারপর থেকেই চিত্রগুপ্ত যমালয়ে যমরাজের অধীনে থেকে মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখছেন। মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখেন বলেই তাঁর নাম চিত্রগুপ্ত। তিনি শুধু হিসাবই রাখেন না, মানুষের ললাটে বা ভাগ্যে ভবিষ্যত কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল লেখার কাজটাও তিনিই করেন। কাজেই মানুষের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে, চিত্রগুপ্তের খাতার প্রসঙ্গ আসবে, এটাই স্বাভাবিক।

০৭. 'রসাতলে যাওয়া' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : বাগ্‌ধারাটির অর্থ অধঃপাতে যাওয়া, নষ্ট হওয়া, গোল্লায় যাওয়া। কোনো কিছু নষ্ট হওয়া বোঝাতে বা সর্বনাশ বা এলোমেলো হওয়ার ভাবকে বোঝাতে এ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী, পৃথিবীর নিচের অংশকে সাতটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। অর্থাৎ পাতালের আগের অংশটাই রসাতল।

পৃথিবীর নিচের প্রথম অংশে অতলে বাস করে ময় দানবের ছেলে বল। যমের সংযমনী রাজ্যও পাতালের এ অংশে অবস্থিত। বিতলে হাটকী নদী অবস্থিত। সুতলে বাস করে বলি। তলাতলে থাকে ময় দানব ও ত্রিপুরাধিপাত। মহাতলে থাকে কদ্রুর ছেলেরা। এ মহাতলের পরে ও পাতালের আগের অংশটাই রসাতল।

অনেক পুরাণে বলা আছে, রসাতল থাকার জন্য নাকি খুবই আকর্ষণীয়। এমনো বলা হয়ে থাকে স্বর্গ আর নাগলোকের চেয়েও নাকি ভালো। কিন্তু ওখানে আবার দেবতাদেরও থাকার অনুমতি নেই।

তবে যতই ভালো জায়গা হোক না কেনো, বাস্তবিক অর্থে আসল কথা হলো রসাতল মাটি থেকে অনেক দূরে, অনেক নিচে। আর তাই কারো অধঃপাতে যাওয়ার অর্থ কেউ অনেক নিচে নেমে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে বোঝানোর জন্য অনেক সময় বলা হয়ে থাকে– ছেলেটা একদম রসাতলে গেছে।

০৮. 'অগ্নিপরীক্ষা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'অগ্নিপরীক্ষা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কঠিন পরীক্ষা।

এ বাগ্‌ধারাটি নিয়ে পৌরাণিক কাহিনিটি এরকম : লঙ্কায় রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তখন আবার কানাঘুষা শুরু হলো, সীতা কী আর সতী আছেন? রাবণ তুলে নিয়ে এতদিন আটকে রাখল, সে কী এমনি এমনি?

সত্যি সত্যি কিন্তু সীতা সতীত্ব হারাননি। কিন্তু রাজার বউ বলে কথা। তাঁর নামে লোকনিন্দা থাকলে তো চলে না। তাছাড়া চারিদিকে এরকম কানাঘুষা শুনে রামেরও কেমন সন্দেহ হতে লাগল– সতিই তো! সীতা কী সতী আছে?

তখন সীতা অভিমান ভরে লক্ষ্মণকে বললেন চিতা প্রস্তুত করতে। আর চিতায় প্রবেশের আগে সীতা বললেন, তিনি যদি সত্যিই সতী হন, তিনি যদি রামের প্রতি একনিষ্ঠ হন, তাহলে স্বয়ং অগ্নিদেব তাকে রক্ষা করবেন। এ কথা বলে সীতা আগুনে প্রবেশ করলেন। সীতার কিছুই হলো না। তখন সীতা প্রতিজ্ঞা পূরণের উদ্দেশ্যে অগ্নিদেব, নিজে সীতাকে নিয়ে চিতা থেকে উঠে এলেন। সীতাকে রামের হাতে তুলে দিলেন।

এমনি কঠিন আর ভয়ঙ্কর 'অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সীতা তাঁর সতীত্বের পরিচয় দেন। সেখান থেকেই, কোনো কঠিন কাজ বা পরীক্ষা অর্থে 'অগ্নিপরীক্ষা' বলা হয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [গ ১৯-২০; চাবি ক ১৩-১৪]
ক. জীর্ণশীর্ণ লোক খ. মিশিয়ে ফেলা
গ. সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা ঘ. পুথিগত বিদ্যাসাগর — উ: গ

০২. 'আদায় কাঁচকলায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ক ১৮-১৯]
ক. শত্রুতা খ. বন্ধুত্ব গ. অপদার্থ ঘ. অকালপক্ক — উ: ক

০৩. 'টেঁকে গোঁজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ১৮-১৯]
ক. পকেট ভারী করা খ. ক্ষমতা পরীক্ষা করা
গ. অবহেলা করা ঘ. সহজে কাবু করা — উ: ক

০৪. 'গোড় খাওয়া' অর্থ– [পুনঃ ঘ ১৮-১৯]
ক. পুড়ে যাওয়া খ. পরিশ্রম করা
গ. মার খাওয়া ঘ. প্রতিকূলতা পার হয়ে আসা — উ: ঘ

০৫. 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।' বলতে বোঝায়– [A ১৭-১৮]
ক. পরের ক্ষতি করে আত্মস্বার্থ হাসিল খ. আবদারহীন নগদ কারবার
গ. অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা ঘ. স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি — উ: খ

০৬. 'ঘাটের মরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ক ১৭-১৮]
ক. পরনির্ভরশীলতা খ. অতিবৃদ্ধ গ. অত্যন্ত গরিব ঘ. নির্জীব — উ: খ

০৭. 'ধর্মের ষাঁড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৭-১৮]
ক. যথেচ্ছাচারী খ. দলের সর্দার গ. গুণহীন ব্যক্তি ঘ. ভণ্ড — উ: ক

০৮. 'ঢাকের কাঠি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [চ ১৭-১৮; D, সেট ১: ১৪-১৫; রাবি K ১৭-১৮]
ক. স্বাস্থ্যহীন লোক খ. প্রচারকারী গ. সাহায্যকারী ঘ. তোষামুদে — উ: ঘ

০৯. 'বকধার্মিক' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো– [ক ৯৫-৯৬]
ক. বকের মত ধার্মিক খ. চতুর শিকারি গ. তাপস ঘ. ভণ্ড — উ: ঘ

১০. 'ডানাকাটা পরী' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো– [ক ৯৫-৯৬]
ক. যে পরীর ডানা কাটা হয়েছে খ. যে পরীর ডানা নেই
গ. যে পরীর ডানা আঘাতপ্রাপ্ত ঘ. ক, খ, গ- এর কোনোটিই নয় — উ: ঘ

১১. 'ইতর বিশেষ' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো– [ক ৯৬-৯৭; জাককানইবি D ১৮-১৯]
ক. পার্থক্য খ. ইতরের স্বভাব গ. সর্বসাধারণ ঘ. অসৌজন্য — উ: ক

১২. 'অগস্ত্যযাত্রা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে– [গ ৯৬-৯৭]
ক. বাধ্য হওয়া খ. দ্রুত হাটা গ. স্বপ্ন দেখা ঘ. শেষ প্রস্থান — উ: ঘ

১৩. 'অকালকুষ্মাণ্ড' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো? [ক ৯৭-৯৮]
ক. অকালে পাকা কুমড়ো খ. অপদার্থ গ. নির্বোধ ঘ. অলীক বস্তু — উ: খ

১৪. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বোঝায়? [গ ৯৭-৯৮; রাবি ০৩-০৪]
ক. বিপদ খ. গোপন ব্যথা গ. গভীর প্রেম ঘ. সমূহ ব্যথা — উ: খ

১৫. 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' বাগ্‌ধারাটির অর্থ? [ঘ ১৬-১৭]
ক. সাপকে দড়ি দিয়ে বাঁধা খ. জাদুকরী বিদ্যা অর্জন করা
গ. বিভ্রম ঘ. আচমকা বিপদ — উ: গ

১৬. 'ভেরেণ্ডা ভাজা' বাগ্‌ধারার অর্থ– [ঘ ৯৮-৯৯]
ক. ডাল ভাজা খ. অকাজে থাকা গ. ডিম ভাজা ঘ. বাজে কাজ করা — উ: খ

১৭. 'হাত চালাও' এ বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [খ ৯৮-৯৯]
ক. মার দাও খ. সাহায্য চাও গ. দক্ষ হও ঘ. তাড়াতাড়ি কর — উ: ঘ

১৮. 'মুখ তোলা' বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ কী? [ঘ ৯৯-০০]
ক. মান রাখা খ. প্রসন্ন হওয়া গ. গৌরব বাড়ানো ঘ. সংযত হওয়া — উ: খ

১৯. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ– [ঘ ৯৯-০০]
ক. বিলাস খ. অপচয় গ. স্বাদু ঘ. নষ্ট — উ: খ

২০. 'গা-করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে– [গ ৯৯-০০]
ক. ওঠা খ. সব আত্মসাৎ করা গ. তুলে নেওয়া ঘ. মনোযোগ দেওয়া — উ: ঘ

২১. 'ম-ম করা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [ক ৯৯-০০]
ক. দুর্গন্ধে ভরে যাওয়া খ. মাছি বসা গ. সুগন্ধে ভরে যাওয়া ঘ. পূর্ণ হওয়া — উ: গ

২২. 'মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া' বাগ্‌বিধির অর্থ– [ঘ ০০-০১]
ক. অপবিত্র হওয়া খ. বড় ক্ষতি হওয়া
গ. বড় দোষ হওয়া ঘ. বড় অপমান হওয়া — উ: গ

২৩. 'বর্ণচোরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো– [গ ০১-০২; হাদাবিপ্রবি ঙ ১৩-১৪]
ক. পাকা আম খ. কপটাচারী গ. কপটহীন ব্যক্তি ঘ. ভণ্ড সাধু — উ: খ

২৪. 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে– [গ ০১-০২]
ক. হৈ চৈ খ. চিৎকার গ. গোলযোগ ঘ. যুদ্ধ — উ: গ

২৫. 'বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর' বলতে বোঝায়– [খ ০১-০২; চবি চ ১৩-১৪]
ক. যার কোনো প্রকার ক্ষমতা নেই খ. ক্ষমতাশালীর দম্ভ প্রকাশ
গ. অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন ঘ. বিষ নেই, কিন্তু কুলো আছে — উ: গ

২৬. 'খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [ক ০১-০২]
ক. অসম্ভব কাজের উদ্যোগ খ. ব্যতিক্রমী কাজ
গ. দুঃসাহসিক অভিযান ঘ. দেবতাদের মতো কাজ করা — উ: ক

২৭. 'মোগলের সঙ্গে খানা খাওয়া' বাগ্‌ধারার অর্থ– [খ ০২-০৩]
ক. রাজা-বাদশাহের সঙ্গে খাওয়া খ. উপরওয়ালার তোষামোদ করা
গ. অসুবিধায় পড়ে বিড়ম্বনা সহ্য করা ঘ. অভিজাতদের সঙ্গে ওঠা বসা — উ: গ

২৮. 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ– [ক ০২-০৩]
ক. আমড়া কাঠ দিয়ে তৈরি ঢেঁকি খ. অলীক বস্তু
গ. আমড়া কাঠের মতো দুর্বল ঢেঁকি ঘ. অপদার্থ — উ: ঘ

২৯. 'ঘটিরাম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ০৩-০৪; ইবি গ ১১-১২]
ক. ভণ্ড ধার্মিক খ. ন্যাকামি গ. বড়মুখ ঘ. নির্বোধ — উ: ঘ

৩০. 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ– [জাবি খ ০৫-০৬; খ ০৩-০৪; রাবি ০৯-১০]
ক. পরিত্যাগ করা খ. সর্বনাশ করা গ. নিশ্চিহ্ন করা ঘ. পোড়ানো — উ: খ

৩১. 'চোখের বালি' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ– [ঙ ০৩-০৪]
ক. যে বালি চোখে পড়ে খ. চোখের পীড়া গ. চক্ষুলজ্জা ঘ. অপ্রিয় ব্যক্তি — উ: ঘ

৩২. 'বালির বাঁধ' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ কোনটি? [ক ০৩-০৪]
ক. বালি দ্বারা নির্মিত বাঁধ খ. ক্ষণস্থায়ী বস্তু গ. খেলনা ঘ. প্রতিবন্ধক — উ: খ

৩৩. 'গরমা-গরম' এর বিশিষ্টার্থ– [ঘ ০৪-০৫]
ক. টাটকা খ. উত্তেজনাপূর্ণ গ. সাম্প্রতিক ঘ. উত্তপ্ত — উ: ক

৩৪. 'রাবণের চিতা' এর অর্থ– [গ ০৪-০৫; রাবি ঙ ১৪-১৫; চবি ক ১১-১২]
ক. অনিষ্টে ইষ্ট লাভ খ. চির অশান্তি গ. অরাজকতা ঘ. অসম্ভব বিষয় — উ: খ

৩৫. 'ইঁদুর কপালে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ঘ ০৫-০৬; চবি ০৩-০৪]
ক. মন্দভাগ্য খ. ছোট কপাল গ. সৌভাগ্যবান ঘ. কিম্ভূত চেহারা — উ: ক

৩৬. আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা বলি– [গ ০৫-০৬]
ক. প্রত্যয় খ. উপসর্গ গ. শব্দগঠন ঘ. বাগ্‌ধারা — উ: ঘ

৩৭. 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' এর অর্থ– [গ ০৫-০৬; জাবি গ ১৫-১৬]
ক. লুকোচুরি খ. মিথ্যা প্রবোধ গ. পলায়ন করা ঘ. নানা রকম চিন্তা — উ: ক

৩৮. 'উলুখাগড়া' বাগ্‌ধারার অর্থ– [খ ০৬-০৭; জাককানবি ক ১৬-১৭]
ক. খড়কুটো খ. দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন গ. তুচ্ছ ব্যক্তি ঘ. আপদ — উ: গ

৩৯. 'ব্যাঙের আধুলি' এ বাগ্‌ধারাটির অন্তর্নিহিত অর্থ কোনটি? [০৭-০৮]
ক. অসম্ভব ঘটনা খ. কৃপণের ধন গ. সামান্য ধনে অহঙ্কার ঘ. মূল্যহীন বস্তু — উ: গ

৪০. 'উনপাঁজুরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ঘ ০৭-০৮; জাবি ঘ ১৬-১৭; রাবি ০৯-১০]
ক. দুস্থ খ. যার পাঁজরের হাড় কম গ. হতভাগ্য ঘ. নিঃসম্বল — উ: গ

৪১. 'ত্রিশঙ্কু দশা' মানে– [ঘ ০৮-০৯; রাবি ০৫-০৬]
ক. বিপর্যস্ত হওয়া খ. অবাক হওয়া
গ. দোটানা অবস্থা হওয়া ঘ. হতবুদ্ধি হওয়া — উ: গ

৪২. 'টুপভুজঙ্গ' বাগ্‌ধারার অর্থ– [ঘ ০৮-০৯]
ক. জল-সাপ খ. নির্লজ্জ গ. নেশাগ্রস্ত ঘ. গো-সাপ — উ: গ

৪৩. 'শিকায় তোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ০৮-০৯; জবি চ ১৪-১৫]
ক. মুলতবি রাখা খ. সর্বনাশ করা গ. বিগড়ে দেওয়া ঘ. গোপন করা — উ: ক

৪৪. 'নেপোয় মারে দই' বাগ্‌বিধিটির অর্থ– [ঘ ০৯-১০]
ক. ধূর্ত লোকের ফলপ্রাপ্তি খ. অন্যকে ঠকানো
গ. চাতুর্যপূর্ণ চুরি ঘ. আত্মসাৎ — উ: ক

৪৫. 'সাক্ষী গোপাল' এর অর্থ– [গ ০৯-১০]
ক. সক্রিয় দর্শক খ. কর্তব্যবিমুখ গ. অলস ব্যক্তি ঘ. নিষ্ক্রিয় দর্শক — উ: ঘ

৪৬. 'রামগরুড়ের ছানা' বলতে বোঝায়? [খ ০৯-১০; রাবি ০৫-০৬; চবি ঙ ০৯-১০]
ক. আমুদে লোক খ. গোমড়ামুখো লোক গ. অদ্ভুত লোক ঘ. নির্বোধ লোক — উ: খ

৪৭. 'নিরর্থক অপব্যয়' প্রকাশ করে কোনটি? [ক ১০-১১]
ক. মশা মারতে কামান দাগা খ. ভস্মে ঘি ঢালা
গ. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ঘ. গরু মেরে জুতা দান — উ: খ

৪৮. 'কূর্ম অবতার' বোঝায়? [খ ১০-১১]
ক. অসহায় খ. সংকীর্ণচিত্ত গ. অভিজাত ঘ. অলস — উ: খ

৪৯. 'চল্লিশের কোঠা' বলতে কী বোঝানো হয়? [ক ১০-১১]
ক. একচল্লিশ খ. পঁয়তাল্লিশ গ. উনচল্লিশ ঘ. উনপঞ্চাশ — উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫০. 'তাল ঠোকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১১-১২]
ক. অহংকার করা খ. সগর্ব উক্তি গ. কার্পণ্য করা ঘ. ব্যঙ্গ উক্তি উ:খ

৫১. 'হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয়' বাগ্‌বিধির অর্থ [খ ১২-১৩]
ক. স্বল্পকালস্থায়ী হুজুগ খ. সুযোগসন্ধানী গ. সংকটে পড়া ঘ. কুকাজে পটুত্ব উ:ঘ

৫২. 'পামপত্তি দেওয়া' বাগ্‌বিধিটি বোঝায়– [খ-১৩-১৪]
ক. আশ্বাস দেওয়া খ. খুশি করা গ. চাটুকারিতা করা ঘ. ফুঁ দেওয়া উ:খ

৫৩. 'কোলাব্যাঙ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ-১৩-১৪]
ক. ঘরকুনো খ. ঝগড়াটে গ. কৃপণব্যক্তি ঘ. বাকসর্বস্ব উ:ঘ

৫৪. 'একাদশে বৃহস্পতি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১৪-১৫]
ক. অসম্ভব বস্তু খ. সুসময় গ. দুঃসময় ঘ. গ্রহের ফের উ:খ

৫৫. 'বাগ্‌ধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [গ ১৪-১৫; বশেমুরবিপ্রবি ১৩-১৪]
ক. বাক্যতত্ত্বে খ. ছন্দ প্রকরণে গ. অর্থতত্ত্বে ঘ. রূপতত্ত্বে উ:ক

৫৬. 'আমড়াগাছি করা' বলতে বোঝায়– [গ-১৫-১৬; নোবিপ্রবি খ ১২-১৩]
ক. বনে-বাদাড়ে ঘোরা খ. তোষামোদ করা
গ. গালমন্দ করা ঘ. অহেতুক প্রশংসা করা উ:ঘ

৫৭. 'কুলকাঠের আগুন' বলতে বোঝায়– [গ-১৫-১৬]
ক. সর্বনাশ খ. অসহিষ্ণুতা গ. ভয়ংকর ঘ. তীব্র জ্বালা উ:ঘ

৫৮. 'লক্ষ্মীর বরযাত্রী' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১৬-১৭]
ক. মঙ্গলের সূচনা খ. ভাগ্যবান লোক গ. ধনাঢ্য ব্যক্তি ঘ. সুসময়ের বন্ধু উ:ঘ

৫৯. 'পাথরে পাঁচ কিল' এর অর্থ হবে– [গ ৯১-৯২]
ক. অতিরিক্ত সুবিধা খ. সৌভাগ্য গ. সহজে পাওয়ার আনন্দ ঘ. কোনোটিই নয় উ:খ

৬০. 'দুধের মাছি' এর অর্থ হবে– [গ ৯২-৯৩]
ক. এক গুয়ে খ. সুসময়ের বন্ধু গ. লাভবান হওয়া ঘ. যার বিশেষ মূল্য নেই উ:খ

৬১. 'রাজা উজির মারা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [ঘ ৯৫-৯৬]
ক. রাজা ও উজিরকে মার দেওয়া খ. রাজা ও উজিরকে হত্যা করা
গ. বাগাড়ম্বের বাহাদুরি প্রকাশ ঘ. তাস খেলা উ:গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অকট-বিকট' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৭-১৮; ঘ ১৫-১৬]
ক. ছটফটানি খ. আনন্দে চিৎকার C. রাগে চিৎকার ঘ. ক্ষিপ্ত উ:ক

০২. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ 'চাতুরি করা'? [B ১৭-১৮]
ক. শিমুলফুল খ. শেষ রক্ষা গ. ফতোনবাব ঘ. লেজেখেলা উ:ঘ

০৩. 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঘ ১৭-১৮]
ক. সিদ্ধি লাভ খ. মৃত্যু গ. আরোগ্য লাভ ঘ. দেবত্ব লাভ উ:খ

০৪. 'আঁস্তাকুড়ের পাতা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [E ১৭-১৮]
ক. হেয় ব্যক্তি খ. চতুর গ. নোংরা স্থান ঘ. অলস ব্যক্তি উ:ক

০৫. 'পেটের ভাত চাল হওয়া' বাগ্‌বিধির অর্থ– [ঘ ০৭-০৮]
ক. অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় পড়া খ. বেশি ভয় পাওয়া
গ. মোটেও হজম না হওয়া ঘ. তীব্র ক্ষুধায় কাতর হওয়া উ:ক

০৬. 'ফেপে ওঠা' বাগ্‌ধারাটি অর্থ– [গ ০৭-০৮]
ক. ফুলে ওঠা খ. বেড়ে ওঠা গ. ধনী হওয়া ঘ. অতিরিক্ত হওয়া উ:গ

০৭. 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ০৮-০৯]
ক. সর্বনাশ করা খ. অপকর্ম করা
গ. অন্যকে ফাঁকি দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা ঘ. নিষ্ঠুর আচরণ করা উ:গ

০৮. 'সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম' এখানে 'বেগার' বোঝায়– [ঘ ০৯-১০]
ক. বৃথা পরিশ্রম খ. নির্দেশ গ. মজুরি ঘ. নিরর্থকতা উ:ক

০৯. কোনটি ভিন্নার্থক? [জাবি D ১৬-১৭; খ ০৯-১০]
ক. সোনায় সোহাগা খ. মণিকাঞ্চন যোগ গ. অহি-নকুল সম্বন্ধ ঘ. রাজযোটক উ:গ

১০. 'ছক্কা-পাঞ্জা' করা মানে– [ঘ ১০-১১]
ক. বড়াই করা খ. এলামেলো করা গ. ইতঃস্তত করা ঘ. অস্থির হওয়া উ:ক

১১. 'এস্পার ওস্পার' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঘ ১১-১২]
ক. এদিক অথবা ওদিক খ. এই পারে অথবা ঐ পারে
গ. মীমাংসা ঘ. এরকম বা ওরকম উ:গ

১২. কোনটির অর্থ ভিন্ন? [ঘ ১১-১২; কুবি গ ১৩-১৪; কুবি গ ১৩-১৪]
ক. মণি-কাঞ্চন যোগ খ. সোনায় সোহাগা
গ. আদায় কাঁচকলায় ঘ. আম দুধে মেশানো উ:গ

১৩. 'মুখে খই ফোটা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১১-১২]
ক. খই ভাজা খ. অনবরত বক্ বক্ করা গ. বিরক্ত করা ঘ. মুখে আঘাত করা উ:খ

১৪. 'ঘন্টাগরুড়' অর্থ কী? [খ-১৩-১৪]
ক. গরুড় পাখি খ. অকর্মণ্য লোক গ. কর্মঠ লোক ঘ. গরুর ঘণ্টা উ:খ

১৫. 'অতি ধুরন্ধর লোক' এর বাগ্‌ধারা প্রকাশ কোনটি? [ঘ ১৪-১৫; রাবি চ ১৬-১৭]
ক. বাস্তুঘুঘু খ. কাকভুষণ্ডী গ. ভুঁইফোড় ঘ. লেফাফা দুরস্ত উ:ক

১৬. 'রাজযোটক' বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয় কোন অর্থে? [খ-১৫-১৬]
ক. বিত্তবান খ. অন্তঃসারশূন্য গ. চমৎকার মিল ঘ. পণ্ডশ্রম উ:গ

১৭. 'পাশ কাটানো' বাগ্‌বিধির অর্থ– [গ ০৫-০৬]
ক. অতিক্রম করা খ. এড়িয়ে যাওয়া গ. সময় ক্ষেপণ ঘ. দায়িত্ব না নেওয়া উ:খ

১৮. 'স্বখাত সলিলে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [খ ০৬-০৭; ইবি খ ১৩-১৪]
ক. দুঃখে কষ্টে পড়া খ. পানির গভীর যাওয়া
গ. বিনা দোষে শাস্তি পাওয়া ঘ. নীয় কর্মের ফল ভোগ উ:ঘ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গণেশ উল্টানো' বাগ্‌ধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? [E ১৯-২০]
ক. ব্যাপ্তি হওয়া খ. অন্যায় করা গ. উঠে যাওয়া ঘ. সহায় থাকা উ:গ

০২. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো–[E ১৯-২০]
ক. সাধু ব্যক্তি খ. অলস ব্যক্তি গ. সাহসী ব্যক্তি ঘ. অসাধু/ ভণ্ড ব্যক্তি উ:ঘ

০৩. 'কেঁচে গন্ডুস' বাগ্‌ধারাটির ঠিক অর্থ ? [E ১৯-২০]
ক. পুনরায় আরম্ভ খ. দেরি করা গ. সামান্য ঘ. বাদ দেয়া উ:ক

০৪. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : আমড়া কাঠের ঢেঁকি আর নাছোড়বান্দা লোক দিনকে রাত করতে ওস্তাদ ।[B ১৯-২০]
ক. অতিচালাক, অভদ্র, হৈচৈ খ. দুরন্ত, একগুঁয়ে, ভান করা
গ. অপদার্থ, একগুঁয়ে, দুষ্কর্ম করা ঘ. অগোছালো, অনিষ্টকারী, সর্বস্বান্ত উ:গ

০৫. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : তোমার মতো গোঁফখেজুরে লোকের তার মতো কংস মামা থাকলে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে ।[B ১৯-২০]
ক. ধনী, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ খ. অলস, অসাধু, ফাঁকা করা
গ. অলস, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ ঘ. উদ্দেশ্যহীন, কৃপণ, ফাঁকা করা উ:গ

০৬. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : তোমার মতো নদের চাঁদের ধারে না হলে ভারে কাটবে এজন্য আর দেঁতো হাসি দিয়ে লাভ নেই ।[B ১৯-২০]
ক. সুন্দর ব্যক্তি, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, হুলস্থুল করা
খ. মাতব্বর ব্যক্তি, বিত্ত বৈভব অর্জন করা, অবজ্ঞা করা
গ. নির্বোধ ব্যক্তি, পরোক্ষভাবে অন্যের সাহায্য নেওয়া, সাফল্যের হাসি
ঘ. সুন্দর অথচ অপদার্থ, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, কৃত্রিম হাসি উ:ঘ

০৭. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : তাল কানা লোক বলেই ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে ধরা খেয়ে এখন ভিজে বেড়াল সেজেছে ।[B ১৯-২০]
ক. ভান করা, লুকোচুরি, ভণ্ড খ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুকোচুরি, সাধুবেশে অলস লোক
গ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, অসৎ, নির্লজ্জ ঘ. ভণ্ড, অসৎ, ভণ্ড উ:খ

০৮. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : আঁধার ঘরের মানিক বলে টুপ ভুজঙ্গ হলেও তাকে হাড়হদ্দ ছাড় দিলে চলবে না ।[B ১৯-২০]
ক. একমাত্র অবলম্বন, স্পষ্টভাষী, বড়কিছু খ. অত্যন্ত প্রিয়জন, নেশাগ্রস্ত, সবকিছু
গ. অত্যন্ত প্রিয়জন, স্পষ্টভাষী, সবকিছু ঘ. একমাত্র অবলম্বন, নেশাগ্রস্ত, বড়কিছু উ:ঘ

০৯. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : আকাশকুসুম ভাবনা নিয়ে আষাঢ়ে গল্প বানালে অন্যদের আক্কেল গুড়ুম হবে ।[B ১৯-২০]
ক. আজগুবি চিন্তা, বিরাট আয়োজন, বুদ্ধির পরিপক্বতা
খ. বাড়াবাড়ি চিন্তা, অলৌকিক বিষয়, হতবাক
গ. অহেতুক পাঠ, কাল্পনিক বস্তু, হতবুদ্ধি হওয়া
ঘ. কাল্পনিক বস্তু, আজগুবি বিষয়, হতবুদ্ধি হওয়া উ:ঘ

১০. 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক. অযথা প্রশংসা করা খ. অন্যান্য গ. অসম্ভব ব্যাপার ঘ. অপ্রত্যাশিত বাঁধা উ:গ

১১. 'উনকোটি চৌষট্টি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০; খুবি A ১১-১২]
ক. প্রহার খ. জব্দ করা গ. ন্যাকামি ঘ. প্রায় সম্পূর্ণ উ:ঘ

১২. 'জড়-ভরত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক. চাটুকার খ. খুব ধনী গ. অকর্মণ্য ব্যক্তি ঘ. স্পষ্টবাদী উ:গ

১৩. 'তয়নাত করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক. স্থির করা খ. প্রস্তুত করা গ. বেতাল হওয়া ঘ. ভোজন করা উ:ক

১৪. নিম্নের কোন বাগ্‌ধারাটি ঠিক? [B ১৮-১৯]
ক. বর্ণচোরা কাঁঠাল খ. অর্ধচন্দ্র গ. ষোল মাসে বছর ঘ. আঠারো মাসে বছর উ:খ

১৫. 'মিছরির ছুরি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [D ১৮-১৯]
ক. ধারালো অস্ত্র খ. উভয় সংকট গ. মিষ্টি কথা ঘ. মুখে মধু অন্তরে বিষ উ:ঘ

১৬. 'আতারি কাতারি' বাগ্‌ধারাটি কী অর্থ প্রকাশ করে? [F ১৮-১৯]
ক. অন্যান্য খ. প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গ. ছটফটে ভাব ঘ. সামান্য লোক উ:গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৭. 'ঝাঁকের কৈ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮; ঢাবি ১৪-১৫]
ক. একতাই বল খ. অসম্ভব শক্তিশালী
গ. বর্ষাকালীন মাছ ঘ. একই দলের লোক উ: ঘ

১৮. 'কচুবনের কালাচাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮; রাবি B ১৭-১৮]
ক. তোষামুদে খ. কাণ্ডজ্ঞানহীন গ. নির্বাক ঘ. স্বেচ্ছাচারী উ: খ

১৯. 'নকড়া ছকড়া করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮]
ক. অবজ্ঞা করা খ. ভণ্ড গ. তুচ্ছজ্ঞান করা ঘ. ভান করা উ: গ

২০. 'ঢাকের বায়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮; খুবি ক ১৫-১৬; ঢাবি ৯২-৯৩]
ক. তোষামোদে খ. নিষ্কর্মা গ. কোনোরকম ঘ. কাছে যাওয়া উ: খ

২১. 'অন্তরটিপুনি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮]
ক. বিপদ খ. গোপন ব্যথা গ. হিংসা ঘ. মন্দভাগ্য উ: খ

২২. 'ম্যাও ধরা' অর্থ হচ্ছে- [গ ০৫-০৬]
ক. উপায় দেখা খ. শেষ রক্ষা করা গ. একগুয়েমি করা ঘ. তোষামোদ করা উ: খ

২৩. 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো- [গ ০৫-০৬]
ক. শ্রদ্ধা খ. ভণিতা/ভূমিকা গ. লোভ ঘ. তোষামোদ উ: খ

২৪. 'সামান্য সম্পদের জন্য প্রচুর অহমিকা' বোঝাতে নিচের কোন বাগ্‌ধারাটি হবে? [গ ০৯-১০]
ক. টাকার কুমির খ. ব্যাঙের সর্দি গ. টাকার গরম ঘ. ব্যাঙের আধুলি উ: ঘ

২৫. 'অন্ধ অনুকরণ' এর বাগ্‌ধারা কী? [বিবিএ ১০-১১; জাবি ঘ ১৬-১৭]
ক. গৌরচন্দ্রিকা খ. গড্ডলিকা প্রবাহ গ. চর্বিত চর্বণ ঘ. হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান উ: খ

২৬. 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [বিবিএ ১২-১৩; রাবি ঘ ১৬-১৭]
ক. সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি খ. তীরে পৌঁছার ঝক্কি গ. মুমূর্ষু অবস্থা ঘ. আসন্ন বিপদ উ: ক

২৭. 'দা-কুমড়া' বাগ্‌ধারাটির একই অর্থ প্রকাশ করে- [C সেট- ০৩, ১২-১৩]
ক. চোখের বালি খ. নয়ছয় গ. লেফাফা দুরস্ত ঘ. অহিনকুল উ: ঘ

২৮. 'চিনির পুতুল' বাগ্‌ধারাটির উপযুক্ত অর্থ কোনটি? [C, সেট ১: ১৪-১৫]
ক. ক্ষণস্থায়ী খ. আকর্ষণীয় গ. অল্প পরিশ্রমী ঘ. দর্শনীয় উ: গ

২৯. 'তালকানা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [E, সেট ২: ১৪-১৫]
ক. বেতাল হওয়া খ. ঠিক হওয়া গ. সহজলভ্য হওয়া ঘ. ঠিক হওয়া উ: ক

৩০. 'ঠোঁট কাটা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [E, সেট ৩: ১৪-১৫]
ক. অহংকারী খ. মিথ্যাবাদী গ. পক্ষপাদুষ্ট ঘ. স্পষ্টভাষী উ: ঘ

৩১. 'তুর্কি নাচন' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [F,সেট-3 : ১৪-১৫]
ক. অরাজক দেশ খ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা
গ. নাজেহাল অবস্থা ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

৩২. 'নদের চাঁদ' বাগ্‌ধারার অর্থ কোনটি? [F,সেট-4 : ১৪-১৫]
ক. সুন্দর ব্যক্তি কিন্তু অপদার্থ খ. সুন্দর ব্যক্তি
গ. সুন্দর ও সুশীল ব্যক্তি ঘ. নদীতে চাঁদের আলো উ: ক

৩৩. 'অষ্টরম্ভা' অর্থ কী? [B ১৬-১৭]
ক. ফাঁকি খ. বৃথাশ্রম গ. পুনরায় আরম্ভ ঘ. অপদার্থ উ: ক

৩৪. 'নাকের বদলে নরুন' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [খ ০৭-০৮]
ক. যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম পাওয়া খ. যা প্রাপ্য তার বেশি পাওয়া
গ. কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা ঘ. গরু মেরে জুতো দান উ: ঘ

৩৫. 'শিঙে ফোঁকা' এর সমার্থক বাগ্‌ধারা- [খ ০৯-১০]
ক. অক্কা পাওয়া খ. ঘটি উল্টানো গ. লালবাতি জ্বলা ঘ. রক্তগঙ্গা করা উ: ক

৩৬. কোন বাগ্‌ধারাটি ভিন্নার্থক? [গ ০৯-১০]
ক. আদায়-কাঁচকলায় খ. অহি-নকুল গ. রুই-কাতলা ঘ. দা-কুমড়া উ: গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাঁচা সোনা' এর অর্থ কী? [B ১৮-১৯]
ক. ভেজাল স্বর্ণ খ. নিখাদ স্বর্ণ গ. খাদযুক্ত স্বর্ণ ঘ. গলিত স্বর্ণ উ: খ

০২. 'পর্বতের মূষিক প্রসব' কী? [B ১৬-১৭; চবি ক ০৯-১০; রাবি A ১৮-১৯, C1 ১৮-১৯]
ক. বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি খ. কল্পনার আধার
গ. কণ্ঠরোধ করা ঘ. কন্যাদান উ: ক

০৩. 'অঞ্চলপ্রভাব' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [E ১৬-১৭; কুবি A ১৮-১৯]
ক. আঞ্চলিকতার প্রভাব খ. স্বামীর প্রভাব
গ. স্ত্রীর প্রভাব ঘ. উর্ধ্বতন কর্তার প্রভাব উ: গ

০৪. 'এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো' এর অর্থ কী? [E১৭-১৮]
ক. একই স্বভাবের খ. একই গুরুর শিষ্য গ. একই গোত্রের ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

০৫. 'বালির বাঁধ' বাগ্‌ধারাটি নিচের কোনটির সমার্থক? [A১৭-১৮]
ক. ননির পুতুল খ. উনপঞ্চাশ বায়ু গ. তাসের ঘর ঘ. বয়ে যাওয়া উ: গ

০৬. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ অন্যগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? [B১৭-১৮]
ক. দুধের মাছি খ. সুখের পায়রা গ. ননির পুতুল ঘ. গুড়ের পিঁপড়া উ: গ

০৭. 'শকুনি মামা' এর অর্থ কী? [B ১৭-১৮; জাবি D ১৬-১৭; A ১৮-১৯]
ক. পাতানো মামা খ. কুৎসিত লোক গ. সৎ মামা ঘ. কুচক্রী লোক উ: ঘ

০৮. 'সুলুকসন্ধান' বাগ্‌ধারাটির ঠিক উত্তর- [C ১৭-১৮; মাভাবিপ্রবি D ১৬-১৭]
ক. সন্ধান করা খ. গল্পের খোঁজে গ. সুলুকে খোঁজ ঘ. খোঁজ খবর উ: ঘ

০৯. কোনটি ভিন্নার্থক বাগ্‌ধারা? [E ১৭-১৮]
ক. দা-কুমড়া খ. সাপে-নেউলে গ. তেলে-বেগুনে ঘ. অহি-নকুল উ: গ

১০. 'হাত আসা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [E ১৭-১৮]
ক. অধীনে আসা খ. হস্তগত হওয়া গ. মনযোগ দেওয়া ঘ. অভ্যস্ত হওয়া উ: ঘ

১১. 'মন না মতি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [E ১৭-১৮]
ক. অস্থির মানব মন খ. ক্ষণস্থায়ী চিন্তা গ. সিদ্ধান্তহীনতা ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

১২. 'কূপমণ্ডূক' শব্দটির আলঙ্কারিক অর্থ কী? [০৫-০৬]
ক. সংকীর্ণমনা ব্যক্তি খ. কূয়োর ব্যাঙ গ. অন্ধত্ব ঘ. অসংযমী ব্যক্তি উ: ক

১৩. 'ছা-পোষা' কথাটির অর্থ- [০৯-১০]
ক. বোকা খ. ধনী গ. অত্যন্ত দরিদ্র ঘ. গরিব উ: গ

১৪. বাগ্‌ধারা যুগলের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক? [০৯-১০]
ক. অমাবস্যার চাঁদ, আকাশ কুসুম খ. বকধার্মিক, বিড়াল তপস্বী
গ. রুই কাতলা, কেউকেটা ঘ. বকধার্মিক, ভিজে বিড়াল উ: খ

১৫. 'সৌভাগ্যের বিষয়' কথাটি কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে বোঝানো হয়েছে? [০৯-১০]
ক. কেউকেটা খ. একাদশে বৃহস্পতি গ. এলাহি কাণ্ড ঘ. গোঁফ-খেজুরে উ: খ

১৬. 'ব্যাঙের সর্দি' অর্থ কী? [ক ১০-১১; চবি F ১৩-১৪, জাককানবি গ ১৬-১৭]
ক. অসম্ভব ঘটনা খ. প্রতারণা গ. রোগ বিশেষ ঘ.সৌভাগ্যের বিষয় উ: ক

১৭. 'দোহাই মানা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A-৩, সেট ১,১২-১৩]
ক. লজ্জায় মাথা নত করা খ. প্রশংসা মুখর হওয়া
গ. স্তব্ধ হয়ে পড়া ঘ. নজির দেখানো উ: ঘ

১৮. 'সুসময়ের বন্ধু' কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করা হয়? [E -১৩-১৪]
ক. সুখের পায়রা খ. দহরম মহরম গ. লেফাফা দুরস্ত ঘ. কংস মামা উ: ক

১৯. 'ধোপদুরস্ত' বাগ্‌ধারাটি কী বোঝায়? [A, Even, সেট A: ১৪-১৫]
ক. গম্ভীর প্রকৃতির খ. পরিপাটি গ. ধীশক্তিসম্পন্ন ঘ. অসম সাহসী উ: খ

২০. 'ভিটায় ঘুঘু চরানো' অর্থ কী? [B, Even, সেট ৩: ১৪-১৫]
ক. সর্বনাশ করা খ. বৃথা খেটে মরা গ. অহঙ্কারী ঘ. সুবিধাবাদী নীতি উ: ক

২১. 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়- [E, Odd, সেট ১: ১৪-১৫]
ক. আট কপালে খ. উড়নচণ্ডী গ. ছা-পোষা ঘ. ভূষণ্ডির কাক উ: ক

২২. 'দলপতি' অর্থে বাগ্‌ধারা কোনটি? [A ১৫-১৬; বেরোবি ঘ ১২-১৩]
ক. পালের গোদা খ. রুই-কাতলা গ. রাঘব-বোয়াল ঘ. ভূষণ্ডির কাক উ: ক

২৩. 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৬-১৭; জাবি খ ০৯-১০]
ক. অতিরিক্ত মায়াকান্না খ. সুযোগের সদ্ব্যবহার
গ. সুযোগ থাকতে নষ্ট ঘ. অর্থের কু-প্রভাব উ: গ

২৪. 'পোঁ-ধরা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৬-১৭]
ক. বেহায়া খ. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গ. মোসাহেবি করা ঘ. ক্ষণস্থায়ী উ: গ

২৫. 'লগন চাঁদ' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়- [০৯-১০]
ক. অলীক কল্পনা খ. অযোগ্য ব্যক্তি গ. ভণ্ড ঘ. ভাগ্যবান উ: ঘ

২৬. 'গালি দেওয়া' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটির প্রয়োজন? [০৯-১০]
ক. সাপে-নেউলে খ. শ-কার ব-কার করা গ. সাত সতেরো ঘ. শিরে সংক্রান্তি উ: খ

২৭. ভিন্নার্থক বাগ্‌ধারা কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক. বিড়াল তপস্বী খ. বক ধার্মিক গ. ভূষণ্ডির কাক ঘ. ভিজে বিড়াল উ: গ

২৮. 'পাততাড়ি গুটানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [E ১৬-১৭]
ক. প্রস্থানায়োজন খ. চলে যাওয়া গ. ক্ষণস্থায়ী হওয়া ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

২৯. 'মাথা দেওয়া' বলতে বুঝায়- [০৯-১০]
ক. ভাবনা করা খ. আগ্রহ দেখানো গ. দায়িত্ব গ্রহণ ঘ. আত্মহত্যা করা উ: গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাগ্‌ধারাটি সমার্থক নয়? [B ১৯-২০]
ক. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা খ. অহি-নকুল সম্বন্ধ
গ. দা-কুমড়া ঘ. আদায় কাঁচকলায় উ: ক

০২. 'ননীর পুতুল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D ১৯-২০]
ক. পুতুলের ন্যায় খ. অতি আদরের গ. অতি ভদ্র ঘ. অতি চঞ্চল উ: খ

০৩. 'গোঁফ খেজুরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঙ ০৩-০৪, গ ০৯-১০; খ ১০-১১, ঘ ১৪-১৫]
ক. নিতান্ত অলস খ. উদাসীন গ. আরাম প্রিয় ঘ. পরমুখাপেক্ষী উ: ক

০৪. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ অন্য তিনটির অর্থ থেকে ভিন্ন? [গ ০৩-০৪; D ১৪-১৫]
ক. দুধের মাছি খ. বসন্তের কোকিল গ. ননীর পুতুল ঘ. সুখের পায়রা উ: গ

CamScanner

কোন বাগ্‌ধারাটি 'খেয়াল রাখা' অর্থ প্রকাশ করে? [ঘ ০৭-০৮; চবি ঘ ১০-১১]
ক. নজর কাড়া খ. নজর দেওয়া গ. নজরে পড়া ঘ. নজরছাড়া উ:খ

'কলুর বলদ' এ বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [খ ০৭-০৮]
ক. কলুদের বলদ খ. ঘানির বলদ গ. নিষ্ক্রিয় ঘ. পরাধীন উ:ঘ

'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা' অর্থ– [খ ০৯-১০]
ক. হাটের কাছে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া খ. হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলা
গ. কিছু হারিয়ে ফেলা ঘ. গোপন বিষয় প্রকাশ করা উ:খ

কোন বাগ্‌ধারার অর্থ 'পক্ষপাতিত্ব'? [খ ০৯-১০]
ক. অকূল পাথার খ. একাদশে বৃহস্পতি গ. ঢাকের কাঠি ঘ. একচোখা উ:ঘ

কোন বাগ্‌ধারাটি ভিন্নার্থক? [খ ০৯-১০]
ক. বসন্তের কোকিল খ. সুখের পায়রা গ. শরতের শিশির ঘ. কলুর বলদ উ:ঘ

'দিয়ে সংক্রান্তি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [ঙ ১০-১১]
ক. মাথায় বোঝা খ. বিগত বিপদ গ. মহাবিপদ ঘ. আসন্ন বিপদ উ:ঘ

কোনটি সমার্থক নয়? [ঘ ১০-১১]
ক. আদায়-কাঁচকলায় খ. অহি-নকুল গ. দা-কুমড়া ঘ. দহরম-মহরম উ:ঘ

নিচের কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ অন্যগুলোর সঙ্গে সমধর্মী নয়? [গ ১০-১১]
ক. অক্কা পাওয়া খ. পঞ্চত্ব প্রাপ্তি গ. অগস্ত্য যাত্রা ঘ. ছা পোষা উ:ঘ

'গলায় গামছা দেওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঘ ১১-১২]
ক. গলা ধাক্কা খ. অপমান করা গ. নিবিড় বন্ধুত ঘ. ভীষণ বিপদ উ:খ

গুরুত্ব দেওয়া অর্থে কোন বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়? [B1 12-13]
ক. গা-ছাড়া খ. গা বাঁচানো গ. গায়ে মাখা ঘ. গায়ে জ্বর আসা উ:গ

'মুখ চলা' বাগ্‌ধারাটি অর্থ কী? [I -১৩-১৪]
ক. অশ্লীল ভাষায় কথা বলা খ. নীরবতার পর কথা শুরু করা
গ. অসংলগ্ন কথা বলা ঘ. ক্রমাগত বকা উ:ঘ

'কান কাটা' বাগ্‌ধারার অন্তর্নিহিত অর্থ কী? [B -১৩-১৪]
ক. বিশ্বাস নষ্ট হওয়া খ. কান কাটা যার গ. নির্লজ্জ ঘ. অসম্ভব ব্যাপার উ:গ

'গোল্লায় যাওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A_2, সেট ৩: ১৪-১৫]
ক. অসৎ কাজ করা খ. খারাপ কাজে যাওয়া গ. নষ্ট হওয়া
ঘ. দোষের কাজ করা ঙ. ভুল কাজ করা উ:গ

কোনটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে? [D-১৫-১৬]
ক. বটতলার উকিল খ. দুমুখো সাপ গ. ধর্মের ষাড় ঘ. শকুনি মামা উ:ঘ

'চোখ খোলা রাখা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [D3 ১৬-১৭]
ক. সতর্ক থাকা খ. ভালোভাবে তাকানো গ. জেগে থাকা ঘ. প্রার্থনা করা উ:ক

অর্থের দিক থেকে কোনটি সমশ্রেণির নয়? [ঙ ০৩-০৪]
ক. কুইকাতলা খ. মণিকাঞ্চন যোগ গ. রাজযোটক ঘ. সোনার সোহাগা উ:ক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

'ভূশণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [C ১৯-২০; জাবি গ ১৫-১৬]
ক. কালো ব্যক্তি খ. কর্কশ ব্যক্তি গ. দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ঘ. কৃপণ ব্যক্তি উ:গ

'কাপুড়ে বাবু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B ১৮-১৯]
ক. অসভ্য খ. বাহ্যিক সভ্য গ. মতলববাজ ঘ. উড়নচণ্ডী উ:খ

'কায়েতের ঘরের ঢেঁকি' বাগধারাটির অর্থ কী? [S ১৬-১৭]
ক. অপদার্থ ব্যক্তি খ. বিশিষ্ট ব্যক্তি গ. প্রাচীন ব্যক্তি ঘ. হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি উ:ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

'গোকুলের ষাঁড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৯-২০]
ক. হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি খ. পরিপাটি ব্যক্তি গ. স্বেচ্ছাচারী লোক ঘ. অলস ব্যক্তি উ:গ

বাগ্‌ধারা হিসেবে কোনটির প্রয়োগ নেই? [AL ১৮-১৯]
ক. চোখের বালি খ. চোখের মণি গ. চোখের পর্দা ঘ. চোখের জল উ:ঘ

'হাতটান' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [AL ১৭-১৮; ঢাবি গ ৯৪-৯৫; গ ৯৭-৯৮]
ক. অর্থের অভাব খ. চুরির অভ্যাস গ. কৌশলে কার্যোদ্ধার ঘ. অনতিদীর্ঘ উ:খ

'দুধের মাছি' বাগ্‌ধারাটির সমার্থক কোনটি? [AL ১৭-১৮]
ক. বসন্তের কোকিল খ. বকধার্মিক গ. সোনার পাথরবাটি ঘ. লেফাফাদুরস্ত উ:ক

'আকাশ কুসুম' অর্থ কী? [AP ১৭-১৮; ঢাবি ৯৫-৯৬]
ক. আকাশের চাঁদ খ. সূর্য গ. অসম্ভব বস্তু ঘ. ধনীর দুলাল উ:গ

'গোকুলের ষাঁড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [AP ১৭-১৮]
ক. শক্তিশালী খ. সুযোগ সন্ধানী গ. স্বেচ্ছাচারী ঘ. মাতবর উ:গ

'ঝিঙেফুল ফোটা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [D ১৭-১৮]
ক. বিয়ের সময় হওয়া খ. আয়ু ফুরিয়ে আসা
গ. সুসময় আসা ঘ. সৌভাগ্যবান হওয়া উ:খ

'ঘোড়ার কামড়' অর্থ কী? [D ১৭-১৮]
ক. অকর্মণ্য লোক খ. দৃঢ় লোক গ. বোকা লোক ঘ. কাজের লোক উ:খ

'গাছপাথর' বাগ্‌ধারাটির অর্থ [E ১৩-১৪; ববি গ ১৩-১৪; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭]
ক. ভূমিকা করা খ. হিসাব নিকাশ গ. অসম্ভব বস্তু ঘ. বাড়াবাড়ি করা উ:খ

'নাটের গুরু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১৬-১৭]
ক. নাটকের গুরু খ. মূল নায়ক গ. নাট মন্দিরের গুরু ঘ. নাটকের নায়ক উ:খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

'ভুই-ফোঁড়' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [B ১৯-২০]
ক. সর্বনাশ খ. অর্বাচীন গ. সর্বস্বান্ত ঘ. নির্বোধ উ:খ

'ঢেঁকি অবতার' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক. নিষ্কর্মা ও নির্বোধ লোক খ. মোসাহেব গ. চালাক ঘ. ভালমন্দ বোধহীন উ:ক

'পায়াভারী' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে? [A ১৭-১৮]
ক. অহংকারী খ. তোষামোদকারী গ. স্পষ্টভাষী ঘ. নাছোড়বান্দা উ:ক

'শাঁখের করাত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. ভয়ংকর বস্তু খ. দুদিকেই বিপদ গ. আসন্ন বিপদ ঘ. শুভ সংবাদ উ:খ

'বক দেখানো' এর অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ক. শিকার খোঁজা খ. অধার্মিক গ. ফাঁকি দেওয়া ঘ. অশোভন আচরণ উ:ঘ

'হাত-ভারী' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮; চবি ঙ ১১-১২; বেরোবি খ ১১-১২]
ক. দাতা খ. কম খরচে গ. দরিদ্র ঘ. কৃপণ উ:ঘ

'পৃষ্ঠ প্রদর্শন' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [B ১৭-১৮; চবি খ ১১-১২; ঢাবি গ ৯৭-৯৮]
ক. পলায়ন করা খ. নিঃস্ব গ. হঠাৎ বিপদ ঘ. কপট ব্যক্তি উ:ক

কোনটি বাগ্‌ধারার পরিবর্তনসঙ্গত ভুলের উদাহরণ? [A সেট ২, ১২-১৩]
ক. ঘোড়ার ডিম খ. গৌরীসেনের টাকা গ. গোড়ায় গলদ ঘ. ঘোটকের ডিম উ:ঘ

'মাৎস্যন্যায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [A -১৩-১৪]
ক. অরাজকতা খ. দুর্বৃত্তায়ন গ. অপরাধপ্রবণ ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক উ:ক

'বারোভূত' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়? [C ১৬-১৭]
ক. ক্ষণস্থায়ী খ. নিরেট বোকা গ. আজে-বাজে লোক ঘ. বহু অবাঞ্ছিত লোক উ:ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

'ঘুণাক্ষর' বাগ্‌ধারার অর্থ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক. ঘুণে খাওয়া খ. পোকায় কাটা বই গ. তালপাতার অক্ষর ঘ. সামান্য ইঙ্গিত উ:ঘ

'তামার বিষ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮; রাবি A ১৮-১৯; ঢাবি ১৮-১৯]
ক. ক্ষণস্থায়ী বস্তু খ. অর্থের কুপ্রভাব গ. তীব্রজ্বালা ঘ. অসম্ভব বস্তু উ:খ

'যার কোনো মূল্য নেই' তাকে বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করলে হবে? [B ১৭-১৮]
ক. ডাকাবুকা খ. তুলসী বনের বাঘ গ. তামার বিষ ঘ. ঢাকের বাঁয়া উ:ঘ

'কলির সন্ধ্যা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [B ১৭-১৮]
ক. কষ্টের সমাপ্তি খ. শুভ সূচনা গ. শুভ সমাপ্তি ঘ. কষ্টের সূচনা উ:ঘ

'উনপঞ্চাশ বায়ু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [C ১৭-১৮; শাবিপ্রবি ঘ ১৪-১৫]
ক. পাগলামি খ. বৃদ্ধ গ. আলসেমি ঘ. দীর্ঘসূত্রিতা উ:ক

'পাথরে পাঁচ কিল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [H ১৭-১৮]
ক. শক্ত বস্তু খ. উন্নত অবস্থা গ. সোনার পাথর বাটি ঘ. মন্দভাগ্য উ:খ

'ঘাটের মড়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [শাপলা ১১-১২]
ক. দৃঢ় পণ খ. অকাজে সময় নষ্ট গ. অতি বৃদ্ধ ঘ. ভারবাহী উ:গ

'ওষুধ করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [B -১৩-১৪]
ক. ঠিক ব্যবস্থা নেওয়া খ. বিপদগ্রস্ত কাণ্ডারী গ. বশ করা ঘ. প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী উ:গ

'ঘুঘু চরানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [C -১৩-১৪]
ক. অত্যন্ত অলস খ. সর্বনাশ করা গ. গুজব ঘ. রাখাল উ:খ

'কেবলা হাকিম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [C -১৩-১৪; খ ১৫-১৬]
ক. অনভিজ্ঞ খ. মক্কাগামী লোক গ. হাকিম নির্ভর ঘ. তোষামোদকারী উ:ক

'চর্বিত চর্বণ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [H -১৩-১৪]
ক. শ্রম কাতুরে খ. ক্ষীণজীবী লোক গ. ভারবাহী ঘ. পুনরাবৃত্তি উ:ঘ

'ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ক ১০-১১]
ক. নিঃস্ব অবস্থা খ. মূর্ছা যাওয়া গ. সর্বনাশ করা ঘ. মারা যাওয়া উ:ঘ

'কেউকেটা' কথাটির অর্থ কী? [খ ১০-১১]
ক. অসামান্য খ. সম্মানী গ. সামান্য ঘ. শক্তিশালী উ:গ

'আক্কেল সেলামি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [খ ১১-১২; রাবি ক ১১-১২]
ক. হতবুদ্ধি হওয়া খ. ভুলের মাশুল
গ. অপদার্থ ঘ. পাগলামি উ:খ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কলির সন্ধ্যা' বাগ্‌ধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? [C ১৯-২০]
ক. দুঃখের শেষ খ. দুঃখের শুরু গ. দুঃখের কথা ঘ. দুঃখের সময় উ: খ

০২. 'চোরাবালি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B -১৩-১৪]
ক. অত্যন্ত গোপনে খ. বিপদসঙ্কুল গ. চুরির অভ্যাস ঘ. সাবধানী উ: খ

০৩. 'বিদুরের খুদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B-১৫-১৬]
ক. শ্রদ্ধার সামান্য উপহার খ. ঘৃণার বস্তু গ. শ্রম বিমুখ ঘ. খাদ্য দ্রব্য উ: ক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'টেঁকির কুমির' অর্থ– [D ১৩-১৪]
ক. অসহায় খ. অপদার্থ গ. ধনী ঘ. নাছোড়বান্দা উ: খ

০২. 'ঘোড়া রোগ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [A ১৩-১৪]
ক. নাছোড়বান্দা খ. মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা
গ. সাধ্যের অতীত সাধ ঘ. ঘোড়াবাহিত সংক্রামক ব্যাধি উ: গ

০৩. 'গদাই লস্করি চাল' কথাটির অর্থ– [ক ১৪-১৫; চবি ঘ ১১-১২]
ক. বাবুয়ানা খ. অন্তঃসারশূন্যতা গ. দীর্ঘসূত্রিতা ঘ. হামবড়া ভাব উ: গ

০৪. 'বাঘের আড়ি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ঘ ১৪-১৫]
ক. ছদ্মবেশী খ. নির্ভীক গ. বিপদে পড়া ঘ. কঠিন শত্রুতা উ: ঘ

০৫. 'তক্কে তক্কে থাকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [খ-১৫-১৬]
ক. খেয়াল রাখা খ. ষড়যন্ত্র করা
গ. গোপনে সতর্ক থাকা ঘ. লুকিয়ে বসে থাকা উ: গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গোবর গণেশ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D ১৬-১৭]
ক. গোবরের মতো আবর্জনা খ. চালাক গ. মূর্খ ঘ. বোকা উ: গ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাশীপ্রাপ্তি' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ কোনটি? [B ১৯-২০]
ক. অর্থপ্রাপ্তি খ. স্বর্গলাভ
গ. কাশবনে গৃহনির্মাণ ঘ. ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হওয়া উ: খ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তোলা হাঁড়ি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [B 12-13]
ক. সঞ্চয় খ. গম্ভীর গ. অপব্যয় ঘ. ভয়ঙ্কর উ: খ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নেই আঁকড়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D ১৭-১৮; ইবি B ১৬-১৭; ইবি B ১৮-১৯]
ক. হতভাগ্য খ. একগুঁয়ে গ. কপটচারী ঘ. নিষ্ক্রিয় দর্শক উ: খ

০২. 'অগ্নিপরীক্ষা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [G ১৭-১৮]
ক. কঠিন পরীক্ষা খ. নিরতিশয় ক্রুদ্ধ গ. ভীষণ বিপদ ঘ. ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা উ: ক

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লেফাফা দুরস্ত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [C ১৩-১৪]
ক. চৌকস ব্যক্তি খ. সৌখিন ব্যক্তি গ. পোষাক সর্বস্ব ঘ. বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলা উ: ঘ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'কাক ভুশণ্ডি' বলতে কী বোঝায়? [১৯-২০; জবি ঘ ০৮-০৯]
ক. দীর্ঘায়ু ব্যক্তি খ. স্বেচ্ছাচারী গ. অপদার্থ ঘ. অমিতব্যয়ী উ: ক

০২. 'চক্ষুদান করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [১৭-১৮; ঢাবি ক ১৫-১৬; রাবি ১২-১৩]
ক. জ্ঞানদান করা খ. মরণোত্তর চক্ষুদান গ. চুরি করা ঘ. প্রকাশ করা উ: গ

০৩. 'তীর্থের কাক' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [১৭-১৮]
ক. প্রতীক্ষারত খ. ত্যাগ-তিতিক্ষা গ. উচ্ছিষ্টভোগী ঘ. লোভী ব্যক্তি উ: ক

০৪. 'চোখের মণি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [১৬-১৭]
ক. চোখের বালি খ. চোখের প্রধান অংশ গ. অত্যন্ত প্রিয় ঘ. চক্ষুঃশূল উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'রাশভারী' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [১৭-১৮]
ক. গম্ভীর প্রকৃতির খ. চির অশান্তি গ. ভারি মেজাজের ঘ. মোটা বুদ্ধি উ: ক

০২. 'লম্বা দেওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১০-১১]
ক. দীর্ঘ বক্তৃতা খ. বড় আকৃতির মেঘ গ. মরে যাওয়া ঘ. পালানো উ: ঘ

SELF TEST : MCQ

০১. নিচের কোনটি 'ভীষণ বিপদ' অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. অদৃষ্টের পরিহাস খ. অকূল পাথার
গ. অগ্নিশর্মা ঘ. আঁকপাল

০২. বাগ্‌ধারা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে কী বলে?
ক. যোগ্যতা খ. অপকর্ষ গ. উৎকর্ষ ঘ. রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

০৩. 'ইদের চাঁদ' শব্দটির প্রযুক্ত অর্থ কোনটি?
ক. আনন্দের বিষয় খ. ধর্মীয় ভাব গ. আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ঘ. অলীক বস্তু

০৪. 'উড়ো চিঠি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. মিথ্যা চিঠি খ. গুজব কথা গ. ভুল সংবাদ ঘ. বেনামি পত্র

০৫. 'এগুয় গণ্ডায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
ক. গোঁজামিল দেওয়া খ. কুশ্রী গ. এক গণ্ডায় ঘ. পক্ষপাত

০৬. 'কংস মামা' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. কুচক্রী মামা খ. নির্মম আত্মীয় গ. দুর্নীতি প্রবণ ঘ. শত্রুতা

০৭. 'খতিয়ে দেখা' শব্দটির অর্থ কী?
ক. খোঁচা দেওয়া খ. চাটুকর গ. বিবেচনা করা ঘ. তুমুল কাণ্ড করা

০৮. 'কলম পেষা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
ক. মোসাহেব খ. আমলাতন্ত্র গ. সামান্য উপার্জন ঘ. কেরানিগিরি

০৯. বাগ্‌ধারা ভাষা বিশেষের কী?
ক. অংশ খ. ঐতিহ্য গ. বিশেষ ঘ. সংযুক্তি

১০. 'চিনে জোঁক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক. বিদেশি জোঁক খ. নাছোড়বান্দা গ. শত্রুতা ঘ. ক্ষীণজীবী

১১. 'ছামনি নাড়া' শব্দটি কোন অর্থে প্রযুক্ত?
ক. সামনে বসা খ. লম্বা আসন গ. দৃষ্টি বিনিময় ঘ. চোখ নাড়া

১২. 'জলযোগ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক. পানিতে সাঁতার খ. এলোমেলো গ. ফাঁদ পাতা ঘ. হালকা খাবার

১৩. 'টায়ে টায়ে' শব্দটির অর্থ কী?
ক. কোনো রকমে খ. টনক নড়া গ. নষ্ট হওয়া ঘ. পরিচ্ছন্নতা

১৪. 'ডাকাবুকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
ক. দুর্বলচিত্ত খ. অসম সাহসী গ. ক্ষীণজীবী ঘ. অতি দীর্ঘ পথ

১৫. 'তাইরে নাইরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
ক. একটু একটু করে খ. মন্থর গতি গ. বৃথা সময় নষ্ট ঘ. এদিক সেদিকে

OMR				
15. ⓐⓑⓒⓓ	14. ⓐⓑⓒⓓ	13. ⓐⓑⓒⓓ	12. ⓐⓑⓒⓓ	11. ⓐⓑⓒⓓ
10. ⓐⓑⓒⓓ	09. ⓐⓑⓒⓓ	08. ⓐⓑⓒⓓ	07. ⓐⓑⓒⓓ	06. ⓐⓑⓒⓓ
05. ⓐⓑⓒⓓ	04. ⓐⓑⓒⓓ	03. ⓐⓑⓒⓓ	02. ⓐⓑⓒⓓ	01. ⓐⓑⓒⓓ

Answer							
১৫.গ	১৪.খ	১৩.ক	১২.ঘ	১১.গ	১০.খ	০৯.খ	০৮.ঘ
০৭.গ	০৬.খ	০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.গ	০২.ঘ	০১.খ	

SELF TEST : লিখিত

প্রশ্ন :

০১. দাদ নেওয়া, নিশপিশ করা এবং লেজে পা পড়া– এ বাগ্‌ধারা তিনটির অর্থ কী?
০২. 'যার অনেক বুদ্ধি আছে' তাকে বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কী দাঁড়ায়?
০৩. বাগ্‌ধারা বলতে কী বোঝ? কে প্রথম বাগ্‌ধারার সার্থক প্রয়োগ করেন?
০৪. শকুনি মামা, ঢাকের বাঁয়া, ঠেকা মেয়ে– বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর :

০১. বাগ্‌ধারা তিনটির অর্থ যথাক্রমে : প্রতিশোধ নেওয়া, উসখুস করা এবং স্বার্থহানি হওয়া।
০২. গভীর জলের মাছ।
০৩. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৪. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

CamScanner